# সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd


Issue cover not available

Vol. 12 | No. 1 | 1968

Check for updates

## লোকলোর-সম্পর্কিত প্রচলিত মতবাদ


| | |
|---|---|
| Volume | 12 |
| Issue | 1 |
| Year | 1968 |
| ISSN | 0558-1583 |
| eISSN | 3006-886X |
| Author(s) | মযহারুল ইসলাম |
| Published online | June 15, 1968 |
| DOI | 10.62328/sp.v12i1.1 |
| Link to article | https://doi.org/10.62328/sp.v12i1.1 |
| Pages | 1-34 |
| Publisher | University of Dhaka |
| Copyright | সাহিত্য পত্রিকা |
| Designed and Developed by | Zobayer Abdullah |

সাহিত্য পত্রিকা
একাদশ ব
বর্ষা : ১৩৭৫

Check for updates

# লোকলোর-সম্পর্কিত প্রচলিত মতবাদ

মযহারুল ইসলাম

উনবিংশ শতাব্দীর তুলনায় বিংশ শতাব্দীর লোকলোর[১] সম্পর্কিত পঠনপাঠন অনেক স্থিতিশীলতা এবং সাবধানী চিন্তাধারা অর্জনে সমর্থ হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় লোকলোরবিদগণের অবিন্যস্ত ও আজগুবি আলোচনার

১। একটি মাত্র বাক্যে লোকলোর-এর সংজ্ঞা দেয়া প্রায় অসম্ভব। তবে পাঠকের একটি মোটামুটি ধারণাসৃষ্টির জন্য বলা যায়, অশিক্ষিত জনসাধারণ পূর্বপুরুষদের নিকট থেকে মুখে মুখে শুনে বা চোখে দেখে যা শেখে তার একটি বিশেষ দিককেই ইংরেজীতে Folklore বলা হয়। অবশ্যি এ শিক্ষা সামগ্রিক শিক্ষা নয়—প্রধানত দুই জাতীয় শিক্ষা—এক, অশিক্ষিত জনসাধারণের জীবনযাত্রার নিত্য ব্যবহার্য জিনিষপত্র, নানাপ্রকার উপকরণ, ঘরবাড়ী ইত্যাদি প্রস্তুত করা ; দুই, তাদের মনন থেকে উৎসারিত সৃষ্টি যা রূপায়িত হয় লোককাহিনীতে (পৌরাণিক কাহিনী, কিংবদন্তী, রূপকথা, প্রাণীবাচক কাহিনী ইত্যাদি), হেঁয়ালীতে, প্রবাদে, ছড়ায়, গীতিকায়, সংগীতে, সংস্কারে, বিশ্বাসে, উৎসবে, আচারে এবং এই জাতীয় আরো অনেক কিছুতে। প্রথম জাতীয়কে ইংরেজীতে বলা হয় Material Folklore, দ্বিতীয়কে Formalised or Spiritual Folklore—এই দ্বিতীয় পর্যায় বাংলায় লোকসাহিত্য নামে পরিচিত। বাংলায় Folklore শব্দটির পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ সম্ভব নয় বলেই Folk অর্থে লোক এবং অশিক্ষিত মানুষের মুখে মুখে বা দেখে দেখে অর্জিত শিক্ষা এই অর্থে Lore (লোর) শব্দদ্বয়কে মিলিয়ে আমি লোকলোর শব্দটি ব্যবহার করেছি। ইংরেজীতে দুই শব্দের সমন্বয়ে Folklore শব্দটি সৃষ্ট, Folk এবং Lore. এ সম্পর্কে আমার প্রাথমিক আলোচনা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের গবেষণা পত্রিকা সাহিত্যিকী, ২য় সংখ্যায় (১৩৭২) প্রকাশ পায়। বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য মৎপ্রণীত গবেষণাগ্রন্থ 'পাকভারতীয় লোককাহিনী সংগ্রহের ঐতিহাসিক পর্যালোচনা' ষ্টুডেন্টওয়েজ, ঢাকা, ১৯৬৮ (১ম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট)। এ ছাড়া দ্রষ্টব্য 'মাহে নও', পাকিস্তান দিবস সংখ্যা, ১৯৬৮।

প্রতিক্রিয়া বর্তমান শতাব্দীতে পণ্ডিতদের বিশেষভাবে সচকিত করেছে। গত শতাব্দীর একটি বিশিষ্ট গোষ্ঠী পৌরাণিক লোককাহিনী এবং লোকগীতিকার আলোচনায় বীরপুরুষ এবং ড্রাগনের যুদ্ধে সূর্য ও রাত্রির সংগ্রাম আবিষ্কার করেছেন—খুঁজে পেয়েছেন রৌদ্র ও বজ্রের সংগ্রাম অথবা বিদ্যুৎ এবং অন্ধকারের মধ্যে হাতাহাতি। এদের বিরোধী গোষ্ঠী আবার লোকলোর-এর মধ্যে সন্ধান করেছেন মানুষের আদিম ও বর্বর অনুভূতি—কুসংস্কার এবং বিশ্বাসের উলঙ্গ প্রকাশ। বর্তমান শতাব্দীর ইউরোপীয় এবং বিশেষ করে আমেরিকার পণ্ডিতগণ এই সব মতবাদকে নিঃসঙ্কোচে বর্জন করেছেন এবং লিপ্ত হয়েছেন ব্যাপক ও সুশৃঙ্খল সংগ্রহের কাজে, আর নিজেদের নিয়োজিত করেছেন বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার সাধনায়। লোকসাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে শুরু হয়েছে তুলনামূলক আলোচনা এবং এই পদ্ধতিতে সাম্প্রতিককালে লোকলোর গবেষণার ক্ষেত্রে যে সংশ্লিষ্ট নৃতত্ত্ব বা মানবতত্ত্ব ( Anthropology ) বিষয়টি অপেক্ষা বহুলাংশে সমৃদ্ধ তা পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন। ভিক্টোরীয় যুগে যদি জেম্‌স ফ্রেজার রচিত দ্বাদশ খণ্ডে সমাপ্ত 'দি গোল্‌ডেন বাউ' গ্রন্থটি লোকাচার ( Folk customs ), লোকসংস্কার, লোকবিশ্বাস এবং বিশেষ করে উর্বরতাবৃদ্ধি সম্পর্কিত প্রাচীন রীতি-নীতি ও পূজাপার্বন প্রভৃতি সম্পর্কে একটি বিস্ময়কর গ্রন্থ বলে বিবেচিত হয়ে থাকে, তবে আমাদের কালে নিঃসন্দেহে বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত স্টিথ থম্পসন রচিত ছয় খণ্ড 'মটিফ ইনডেক্‌স অব ফোক লিটারেচার' গ্রন্থটি একটি বিস্ময়কর মনুমেণ্ট। সমগ্র বিশ্বের লোককাহিনীগুলোর প্রধান প্রধান ঘটনাংশসমূহ ( Motifs ) এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। এ ছাড়া স্টিথ থম্পসন ও আন্টি আরণে প্রণীত 'টাইপ ইনডেক্‌স অব ফোকটেল্‌স' গ্রন্থটি তুলনামূলক আলোচনার একটি নতুন দিক উন্মোচন করেছে। এই সঙ্গে হফম্যান রচিত লোকসংস্কারের বিশ্বকোষ (Encyclopeadia of Superstitions), ক্রেয়ার ও ব্যাচটেল্‌ড-এর 'দি কালেক্টর্‌স হ্যাণ্ডবুক', হাব্‌লী সম্পাদিত ( ১৯২৭-৪২ ) 'দি ন্যাশন্যাল ফোকলোর এ্যাটলাস্‌', ওয়াইল্‌ড হ্যাবার সম্পাদিত ( ১৯৫৯, ১৯৬২ ) 'দি ইণ্টারন্যাশন্যাল ফোকলোর বিব্‌লিওগ্রাফী' এবং প্রফেসর ডরসন সম্পাদিত 'ফোকলোর রিসার্চ এরাউণ্ড দি ওয়ার্‌ল্‌ড্‌' ( ১৯৬১ ) প্রভৃতির নাম উল্লেখ করতে হয়। বর্তমান কালের গবেষকদের সম্মুখে এই সব গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা এক নতুন পথ খুলে দিয়েছে।

অবশ্যি তুলনামূলক আলোচনার অনুসারীগণের অগ্রণী ভূমিকা সত্ত্বেও, অস্বীকার করবো না, বর্তমান শতাব্দীর মাঝামাঝি কালেও বিভিন্ন মতবাদের (Theories) সংঘর্ষ স্তব্ধ হয়ে যায় নি। তুলনামূলক আলোচনার উদ্গাতাগণ লোকসাহিত্যের প্রাচীনতম উদাহরণ উল্লেখ করে ডারউইনের মতবাদ খণ্ডন করেছেন কিন্তু তবু লোকসাহিত্যের আলোচনায় মার্কস্ কর্তৃক উদ্ভাবিত শ্রেণী সংগ্রামকে অথবা ফ্রয়েড কর্তৃক প্রদর্শিত অবচেতন মনের অপরিতৃপ্ত ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে (Suppressed Libido) তাঁরা খোলা মনে গ্রহণ করতে পারেন নি। এসব থেকে সহজেই উপলব্ধ হবে, লোকলোর গবেষণায় মতবৈষম্য বিদ্যমান এবং এগুলো আলোচনায় নিঃসন্দেহে আমরা, বিশেষ করে বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল, যেখানে কিনা এই সমস্ত মতবাদ সম্পর্কে সুষ্ঠু আলোচনা এযাবৎ কাল পর্যন্ত প্রায় অজ্ঞাত, উপকৃত হতে পারবো। আর বর্তমান প্রবন্ধের মূল্যায়ন এই দিক থেকেই বিচার্য। মতবাদগুলোকে (theories) মোট পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়ঃ এক—তুলনামূলক, দুই—জাতীয়তাবাদী, তিন—মানবতাত্ত্বিক (Anthropological), চার—মনোসমীক্ষণিক (Psychoanalytical) এবং পাঁচ—আঙ্গিক গঠণমূলক (Structural)।

## এক ঃ তুলনামূলক মতবাদ

সারা ইউরোপের লোকলোরবিদগণ, বিশেষ করে লোকলোর গবেষণার রীতি ও পদ্ধতি, উনবিংশ শতাব্দীর জার্মানী এবং বর্তমানকালের স্ক্যাণ্ডানেভিয়ার দেশগুলোর নিকট বিশেষভাবে ঋণী। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীম ভ্রাতৃদ্বয় প্রথম কৃষকদের লোককাহিনী প্রকাশ করেন এবং ১৮২২ সাল পর্যন্ত এই সমস্ত কাহিনী সংগ্রহ ও সম্পাদনায় লিপ্ত থাকেন। জোহান্স বোল্টে (Johannes Bolte) এবং জর্জ প্যালিভ্কা (George Palivka) গ্রীমদের সংগৃহীত কাহিনীগুলোর সমকালীন ও সমধর্মী কাহিনীসমূহ উল্লেখ করে ব্যাপক তুলনামূলক আলোচনা দাঁড় করান। তাঁদের দৃষ্টান্তসমূহ প্রায়শই বিগত শতাব্দী থেকে নেয়া এবং তাঁরা ১৯১৩ থেকে শুরু করে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তুলনা করে গ্রীমদের কাহিনীসমূহের মূল্য বিচার করেন। প্রায় সমসময়ে

অর্থাৎ ১৯১০ সালে ফিনল্যাণ্ডের বিশিষ্ট পণ্ডিত আন্টি আরণে প্রধান প্রধান ইউরোপীয় কাহিনীগুলোর মেজাজ ও চারিত্রানুসারে ভাগ করেন। ১৯১০ সালে প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থ থেকেই টাইপ ইন্‌ডেক্‌স-এর উদ্ভব হয় এবং আমেরিকার বিশ্ববিশ্রুত পণ্ডিত স্টিথ থম্পসন-এর হাতে এর পরিণতি ঘটে। তিনি ১৯২৮ সালে আরণের গ্রন্থের ওপর ভিত্তি করে তাঁর বহুদিনের পরিশ্রমের ফসল টাইপ ইন্‌ডেক্‌স গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। আরণের দেশের আর একজন কৃতি সন্তান কার্ল ক্রোন তাঁর সমসাময়িক পণ্ডিতদের গবেষণারীতিকে অবলম্বন করে আরো অগ্রসর হন এবং ১৯২৬ সালে বিখ্যাত গ্রন্থ Die Folkloristieche Arbeitsmethode গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। তিনি এই গ্রন্থে লোকসাহিত্যের পঠন-পাঠনে একটি বিশেষ পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছেন। এই পদ্ধতিকে ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পদ্ধতি ( Historic-Geographic Method ) বলা হয়। এই পদ্ধতি অনুসারে একটি লোককাহিনী বা কখনো কখনো একটি লোকসঙ্গীতের মূল উৎস সন্ধানে এযাবৎকাল প্রচলিত অনুমানকে অস্বীকার করা হয় এবং প্রত্যেকটি পাঠান্তরের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারের মাধ্যমে অগ্রসর হয়ে মোটামুটি একটি সত্যে বা সত্যের কাছাকাছি উপনীত হওয়া যায়। অবশ্যি এই গবেষণা-পদ্ধতি একটি থিওরী নয়, পদ্ধতি মাত্র। কিন্তু এই পদ্ধতি বিশেষ একটি রীতি বা মতবাদের পরিপোষকতার মাধ্যমে অগ্রসর হয়। এছাড়া আবিষ্কারের পর থেকে এই পদ্ধতি এযাবৎকাল গবেষণার ক্ষেত্রে বেশ আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। এসব দিক থেকে পদ্ধতিটি মতবাদের মর্যাদা লাভের উপযুক্ত।

ফিনিশীয় এই পদ্ধতি একদিকে লোককাহিনীর উৎস ও অন্যদিকে লোক-কাহিনীর পরিভ্রমণের সঠিক তথ্য সন্ধানে ব্যাপকভাবে সাহায্য করেছে। এই পদ্ধতির অনুসারীদের মতে প্রত্যেকটি লোককাহিনীর, তার পাঠান্তর স্বল্প থাক বা বেশী থাক, একটি মূল উৎস আছে—তার সৃষ্টির মূলে একজন মানুষের মননশীলতার স্পর্শ আছে। কোন এক বিশেষ সময়ে একটি বিশেষ স্থানে একজন গ্রাম্য কথক বা কবির কণ্ঠে কাহিনীটির জন্ম হয় এবং তারপর লোকের মুখে মুখে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে, আর বিচিত্র উপায়ে ভ্রমণের মাধ্যমে গল্পাংশে প্রচুর পাঠান্তরের সৃষ্টি হয়ে থাকে। বিভিন্ন পাঠান্তরের পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে

এই মূল উৎস সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। এছাড়া কাহিনীর পরিভ্রমণ সম্পর্কেও এই পদ্ধতি সুস্পষ্ট পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করে। ব্যবসা বাণিজ্য, বাস্তুত্যাগ বা পরিভ্রমণ প্রভৃতির মাধ্যমে একই দেশের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বা এক দেশ থেকে অন্য দেশে কাহিনী ভ্রমণ করে। ফিনিশীয় পদ্ধতি এসব তথ্য সামনে রেখে কাহিনীর পাঠ পর্যালোচনায় অগ্রসর হতে নির্দেশ দেয়।

আলোচ্য ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পদ্ধতি লোকসাহিত্যের পলিজেনেসিস্ (Theory of Polygenesis) থিওরীকে অস্বীকার করে। এই থিওরী অনুসারে অনুরূপ পরিবেশে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই অনুরূপ লোকসাহিত্যের সৃষ্টি হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন আদি পুরুষ থেকে মানব মানবীর সৃষ্টি সম্পর্কেই এই থিওরী প্রচলিত ছিল - লোকসাহিত্যের পণ্ডিতগণ এই মতবাদকে লোকসাহিত্যের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করেন। তাঁদের মতে জটিল বা রূপকথাকেন্দ্রিক লোককাহিনী মাত্রেই ভিন্ন ভিন্ন দেশে স্বপ্ন, আচার এবং সৌরমণ্ডলের আকাশী প্রভাবে সম্পূর্ণ স্বাধানভাবে সৃষ্টি হয়েছে। ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পদ্ধতির উদ্গাতাগণ এই মতকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন এবং কাহিনীসমূহ একদেশ থেকে অন্যদেশে পরিভ্রমণের ফলেই যে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশের মধ্যে ঘটনাগত সাদৃশ্য গড়ে উঠেছে একথা তাঁরা মনে করেন। এছাড়া ফিনিশীয় পদ্ধতির পরিপোষকগণ কাহিনী ভ্রমণের ও মিশ্রণের বিরোধী মতবাদকেও (Anti diffusionist theories) অস্বীকার করেন। তাঁদের মতে কাহিনীসমূহ ভাষা ও সাংস্কৃতিক বাধার প্রাচীর অনায়াসে অতিক্রম করে থাকে। কাহিনী যে এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় বা এক সাংস্কৃতিক গণ্ডী থেকে অন্য গণ্ডীতে অনায়াসে যাতায়াত করে, তথ্যাদির সাহায্যে ফিনিশায় পণ্ডিতগণ তা প্রমাণ করেছেন। তাঁরা একথাও প্রমাণ করেছেন যে লোককাহিনা যেমন অনুন্নত দেশ থেকে উন্নত দেশে ভ্রমণ করে আবার উন্নত দেশগুলো থেকেও অনুন্নত দেশে তেমনি ভ্রমণ করে থাকে। বরঞ্চ তাঁদের মতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে উন্নত দেশগুলোর কাহিনী অনুন্নত দেশে অবাধ ভ্রমণের পথ খুঁজে পায়—অনুন্নত দেশ থেকে উন্নত দেশে লোককাহিনী ভ্রমণের নির্শদন, ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পদ্ধতির উদ্গা-

তাদের মতে, খুবই সীমিত। উদাহরণস্বরূপ তাঁরা উল্লেখ করেছেন পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয় লোককাহিনী আফ্রিকার দেশগুলোতে এবং আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে প্রচলিত হয়ে পড়ে, কিন্তু আফ্রিকার কোন কাহিনী বা আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদের কোন কাহিনী ইউরোপের কোন দেশে প্রবেশ-পথ খুঁজে পায় নি। অনুরূপভাবে উন্নত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে ভাস্বর পাক-ভারতীয় লোককাহিনী এক সময় অনুন্নত ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল। এসব থেকে ফিনিশীয় পণ্ডিতগণ প্রমাণ করেছেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে লোককাহিনী বিস্তারের প্রধান কেন্দ্র পাকভারত উপমহাদেশ এবং তার পরই পশ্চিম ইউরোপ, এশিয়া মাইনর এবং উত্তর ইউরোপ প্রভৃতির অবদান উল্লেখযোগ্য।

এই মেথড বা পদ্ধতি তুলনামূলক লোকলোরবিদদের ওপর কতকগুলো কঠিন নিয়ম আরোপ করে। যে কোন একটি লোককাহিনীর পাঠ পর্যালোচনায় আলোচনাকারীকে লিখিত, মৌখিক এবং আরকাইভ-এ রক্ষিত উৎস থেকে শত শত পাঠ সংগ্রহ করতে হয়। এই কাহিনীসমূহের মূল ঘটনাংশ ও মটিফ-গুলোকে বিচ্ছিন্ন করে প্রত্যেকটি ঘটনাংশ ও মটিফকে তুলনামূলকভাবে বিচার করতে হয়। যে সমস্ত অঞ্চল থেকে এই কাহিনীগুলো সংগৃহীত হয়েছে তার একটি মানচিত্র সামনে রেখে কোন্ অঞ্চলে কত সংখ্যক পাঠ বিদ্যমান মানচিত্রে তা চিহ্নিত করা উচিত। ঘটনাংশ ও মটিফগুলোর তুলনামূলক ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারের মাধ্যমে প্রায়শই উপলব্ধি করা যায় কোন্ কোন্ পাঠ প্রাচীন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় 'দি ম্যাজিক ফ্লাইট' কাহিনীতে যুবতী যখন নায়কের সঙ্গে পিত্রালয় থেকে আকাশপথে পলায়নরতা তখন যুবতীর দানব বা দুষ্ট প্রকৃতির পিতা (কোন কোন সময় পিতামাতা) তাদের অনুসরণ করে এবং যুবতী আত্মরক্ষার্থে অনেকগুলো যাদু পদার্থ নিক্ষেপ করে। সে পাথর ছুঁড়ে ফেলে আর একটি বিরাট পর্বত গড়ে ওঠে, সে ক্ষুর ছুঁড়ে ফেলে আর একটি বিরাট ক্ষুরধার পর্বত গড়ে ওঠে, এবং এগুলো উৎরানো দুঃসাধ্য হলেও যুবতীর পিতা শেষ পর্যন্ত অতিক্রম করে। এখন পাথর ও ক্ষুরের মধ্যে নিঃসন্দেহে ক্ষুর আধুনিক আর পাথর প্রাচীন। সুতরাং যে কাহিনীতে পাথর আছে সে

কাহিনী ক্ষুর ছুঁড়ে ফেলা কাহিনী থেকে নিঃসন্দেহে প্রাচীন। এমনি ভাবে সমস্ত পাঠ মিলিয়ে ঐতিহাসিক দিক বিচারে যে পাঠটি অপর পাঠগুলোর তুলনায় প্রাচীনতম বলে মনে হবে তাকে বলা হয় উর-টাইপ ( Ur-type ) বা আরকিটাইপ ( Architype ) বা ঐকটাইপ ( Oikotype )। ভৌগোলিক বিচার নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক বিচারের প্রধান সহায়। এজন্যই এই পদ্ধতির নাম দেওয়া হয়েছে ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পদ্ধতি ( Historic-Geographic Method )।

আবিষ্কারের পর থেকে আজ পর্যন্ত ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পদ্ধতি লোক-লোর বিজ্ঞানে একটি শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে এসেছে। কিন্তু পদ্ধতিটির প্রয়োগপন্থা সম্পর্কে কোন কোন পণ্ডিত তীব্র সমালোচনা করেছেন। বর্তমান যুগের একজন প্রখ্যাত লোকলোরবিদ অষ্ট্রিয়ার আলবার্ট ওয়েস্‌লেস্‌কি ( Albert Wessleski—১৮৭১-১৯৩৯ ) মনে করেন এই পদ্ধতির মাধ্যমে লিখিত পাঠগুলো মৌখিক পাঠগুলোর চেয়ে অনেক বেশী গুরুত্ব অর্জন করে আর এর ফলে মুখে মুখে প্রচলিত কাহিনীগুলোর মৌখিক বিস্তৃতি সম্পর্কে সঠিক তথ্য প্রায়ই চাপা পড়ে। সুইডেনের বিখ্যাত পণ্ডিত কার্ল উইলহেল্‌ম ভন সিডো (Carl Wilhelm Von Sydow —১৮৭৮-১৯৫২ ) মনে করেন যে অনেক সময় স্থানীয় বা আঞ্চলিক পাঠগুলো আলোচনাকারীর নিকট বিশ্বের অন্যান্য অংশের পাঠসমূহের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে হতে পারে এবং এর ফলে মূল ঐকটাইপ ( Oikotype )-এর সিদ্ধান্ত নির্ভুল নাও হতে পারে। ভন সিডো তাই মনে করেন যেহেতু এই পদ্ধতির মাধ্যমে নির্ধারিত একটি কাহিনীর আদিমতম পাঠ যে সুনিশ্চিত এমন রায় দেওয়া প্রায় দুঃসাধ্য, সেই হেতু এই পদ্ধতিটি যেন স্বয়ং একটি জিন পরীর গল্পের মতো আজগুবি।

অন্যান্য পণ্ডিতের মধ্যে নরওয়ের রাইডার খ্রীষ্টিয়ানসেন ( Raider Christ-iansen ) এবং ডেনমার্কের লুরিট্‌স্‌ বোডকার ( Laurits Bodker ) এই পদ্ধতির রুক্ষতা সম্পর্কে প্রধান আপত্তি তুলেছেন। খ্রীষ্টিয়ানসেনের মতে এই পদ্ধতির ফলে লোকসাহিত্যের আলোচনা যান্ত্রিক কাঠিন্য লাভ করেছে এবং লোকসাহিত্যের রসাল ক্ষেত্রকে এই পদ্ধতি নীরস পরিসংখ্যায় রূপান্তরিত করেছে। ফলে আমরা

আর কাহিনীকারের সেই অবিন্যস্ত অথচ সৌন্দর্যরসিক মানসিকতা এবং দরদী মানবিকতা প্রভৃতির সাথে পরিচিত হই না—পরিচিত হই কতকগুলো প্রতিনিধিত্বমূলক সংখ্যা, সংক্ষিপ্তসার ঘটনা, মানচিত্র প্রভৃতির সাথে। বোডকারের মতে এই পদ্ধতির মাধ্যমে একটি কাহিনীর পাঠ পর্যালোচনায় যে পরিমাণ পরিশ্রম, চিন্তাভাবনা ও গলদ্ঘর্ম সাধনার প্রয়োজন, সেই তুলনায় ফল যা লাভ হয়, তা একেবারেই নগণ্য। অধ্যাপক ওয়ারেন ই. রবার্ট্স্ তাঁর পি-এইচ.ডি. ডিগ্রিপ্রাপ্ত গবেষণা নিবন্ধ 'দয়াশীলা ও নির্দয়া বালিকা'য় ( Type 480, Kind and Unkind Girls ) এই নামীয় কাহিনীটির নয় শতেরও অধিক পাঠান্তর নিয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেন। কিন্তু এই গ্রন্থেরও জনৈক সমালোচক ( থেলমা জেম্স্, ১৯৫৯ ) লাটভিয়ার একশত নয়টি পাঠান্তর রবার্টস্-এর গ্রন্থটিতে স্থান পায় নি বলে দুঃখ করেছেন। বিখ্যাত লোককাহিনী-বিশারদ ওয়াল্টার অ্যাণ্ডারসন রবার্টস্-এর আলোচনার দৈন্য উল্লেখ করতে গিয়ে পর্তুগাল, স্পেন, জার্মানী, রাশিয়া, গ্রীক, হাঙ্গেরী, পারস্য এবং জাপান প্রভৃতি দেশে প্রচলিত অনেক পাঠান্তরের সঙ্গে রবার্ট্স্-এর যে পরিচয় ঘটেনি সে কথা বলেছেন। অবশ্যি একথা মনে রাখতে হবে যে রবার্ট্স্ ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পদ্ধতি সম্পর্কিত বিরূপ সমালোচনার সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন এবং এই পদ্ধতির যাবতীয় দুর্বলতা পরিহার করে অত্যন্ত সজাগ দৃষ্টি নিয়ে তিনি তাঁর গ্রন্থ রচনায় যত্নবান হয়েছিলেন। তবু বিভিন্ন পণ্ডিত রবার্ট্স্-এর গ্রন্থ থেকে এই পদ্ধতির অসম্পূর্ণতার কথা প্রমাণ করতে সমর্থ হয়েছেন। তাঁর নির্বাচিত কাহিনীর সামগ্রিক বিচার বিবেচনার পর রবার্ট্স্ রায় দিয়েছেন যে কাহিনীটি নিকট প্রাচ্যের কোন একটি দেশে পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছে এবং কৃষ্ণসাগর ও কাস্পিয়ান সাগরের মাঝামাঝি দেশের পথ ধরে ইউরোপে প্রবেশ করেছে। কিন্তু তিনি পাকভারত উপমহাদেশ ও জাপানে কাহিনীটি কিভাবে এলো তা সঠিকভাবে নির্ণয় করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এছাড়া তুরস্কে কাহিনীটি অন্য রূপে পাওয়া যাচ্ছে। ফিনিশীয় পদ্ধতির সাহায্যে ইউরোপীয় একটি জটিল কাহিনীর আলোচনায় রবার্ট্স্ নিঃসন্দেহে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। বিশেষ করে তাঁর আলোচনায় প্রমাণিত হয়েছে যে একটি জটিল লোককাহিনী জন্মস্থান থেকে পরিভ্রমণের পথে বহুল পরিমাণে রূপান্তরিত হয়, কিন্তু নিজস্বতা সম্পূর্ণভাবে হারায় না। রবার্ট্স্-এর এই দক্ষতাকে শ্রদ্ধার সাথে স্বীকার করেও বলতে হয়, ফিনিশীয় পদ্ধতিতে কাহিনীর

পরিভ্রমণ, বিশেষ করে তা যদি মহাসাগর থেকে মহাসাগরে হয়, তবে তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা কষ্টসাধ্যই শুধু নয়, অনেক সময় দুঃসাধ্য।

মুদ্রিত ঐতিহ্যে প্রবেশ করে এবং মহাসমুদ্র পাড়ি দিয়ে পরিভ্রমণরত পাঠান্তর জটিল বলেই স্টিথ থম্পসন তাঁর একটি বিখ্যাত আলোচনায় উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ান উপজাতির মধ্যে প্রচলিত 'নক্ষত্রস্বামীর কাহিনী' নামক কাহিনীটি নির্বাচন করেন। ১৯৫৩ সালে লিখিত তাঁর The Star Husband Tale গ্রন্থে তিনি ফিনিশীয় পদ্ধতি প্রয়োগ করেন এবং বিচার করে দেখবার চেষ্টা করেন যে, একটি কাহিনী কিভাবে একটি আদর্শ পরিবেশের মাধ্যমে তরঙ্গের ন্যায় অসংখ্য পাঠান্তর সৃষ্টি করতে পারে। প্রায় চল্লিশটি উপজাতির নিকট থেকে সংগৃহীত ৮৬টি পাঠান্তর তাঁর আলোচনার কাঠামো প্রস্তুত করে। সুদীর্ঘ এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ তুলনামূলক আলোচনার সাহায্যে থম্পসন প্রমাণ করেন যে, কাহিনীটি অষ্টাদশ শতকের পূর্বে কোন এক সময় মধ্য আমেরিকার সমতলভূমিতে জন্মলাভ করে। কাহিনী বলার পারদর্শিতা উপজাতীয় লোকদের থাক বা না থাক তবু কাহিনীটি যে দ্রুত গতিতে ভ্রমণ করেছে এবং সমগ্র উপজাতিদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এর একটি শাখা আলাস্কা থেকে নাভাস্কটিয়া হয়ে কানাডায় প্রবেশ করেছে। কিন্তু আলোচনা শেষে থম্পসন যে রায় দিয়েছেন তা সন্দেহাতীত বলে তিনি নিজেও স্বীকার করেন না। কেননা ইউরোপীয়দের আগমনের পূর্বে তেমন উল্লেখযোগ্য প্রমাণ উদ্ধার করা অসম্ভব। সুতরাং ফিনিশীয় পদ্ধতিতে আমরা কাহিনীটির আলো-চনায় থম্পসনের ন্যায় বিশ্ববিশ্রুত পণ্ডিতের নিকট থেকেও যে বিশেষ কিছু আলোক-প্রাপ্ত হয়েছি তা বলতে পারিনা। সুতরাং এ-পদ্ধতি যেমন সম্পূর্ণভাবে নির্ভরযোগ্য নয় তেমনি নির্ভুল সত্যে উপনীত হবার একমাত্র পথ হিসেবেও গ্রহণযোগ্য নয়।

ফিনিশীয় ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পদ্ধতির সমালোচকগণ শুধুমাত্র এই পদ্ধতির সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সন্দেহই পোষণ করেন না, এর প্রয়োগপদ্ধতির সংকীর্ণ ক্ষমতাকেও অশ্রদ্ধা করেন। এই পদ্ধতির ওপর ভিত্ত করে আজ পর্যন্ত যে সব মনোগ্রাফ লিখিত হয়েছে তার সবগুলোই ইউরোপীয় জটিল লোককাহিনীর পঠনপাঠনে সীমিত। কিন্তু এক মটিফ বিশিষ্ট সাধারণ বা নির্দ্বন্দ্ব লোককাহিনীর পঠনপাঠন

—২

এই পদ্ধতির মাধ্যমে বিশেষ ফলপ্রসূ নয়। তবে তেমন পাঠপ্রচেষ্টা যে হয়নি, একথা বলা চলেনা। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াংঘ নামক জনৈক পণ্ডিত এই পদ্ধতির সাহায্যে একটি লোকগীতিকা বা ব্যালাডের ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক পাঠ নির্ণয় করেছেন। বিশেষ করে ব্যালাডের পুনঃ পুনঃ আবর্তিত পংক্তিগুলোর সাহায্যেই তিনি একটি সত্যে উপনীত হতে চেষ্টা করেছেন। আবার 'কাইজার উণ্ড অ্যাব্ট' নামক হেঁয়ালীবাচক প্রশ্নসংকুল লোককাহিনীর বিস্তারিত পাঠপর্যালোচনা করেছেন ওয়াল্টার অ্যাণ্ডারসন এবং দেখাতে চেষ্টা করেছেন কাহিনীর পর কাহিনীতে প্রশ্ন পরিবর্তিত হতে পারে, কিন্তু কাহিনীর কাঠামো প্রায়ই অপরিবর্তিত থাকে। তাঁর এই পাঠপর্যালোচনার ভিত্তিও ছিল ফিনিশীয় ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পদ্ধতি। এমনি একটি বিখ্যাত নিদর্শন মেলে হোলজার ওলফ নাইগার্ডের আলোচনায়। তিনি The Ballad of Hear Halewijar ( 1958 ) তাঁর পঠনপাঠনের জন্য ব্যবহার করেন। নাইগার্ডের মতে লোককাহিনী এবং লোকগীতিকার চারিত্র্য ও গঠনশিল্প ভিন্ন বলেই ফিনিশীয় পদ্ধতি লোকগীতিকার পঠনপাঠনে বিশেষ কার্যকরী না হতে পারে—তবে দু'এক ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির সাহায্যে একটি বিশেষ লোক-গীতিকার ঐতিহাসিক উৎস নির্ণয় ও ভৌগোলিক বিস্তৃতি বিচার একান্তভাবেই সম্ভব। তিনি তাঁর আলোচনায় এই সত্য প্রমাণ করেছেন এবং ফিনিশীয় পদ্ধতির কার্যকারিতার প্রশংসা করেছেন।

এই পদ্ধতি সম্পর্কে আর একজন প্রখ্যাত পণ্ডিতের মত বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি কালিফোর্ণিয়া ( বার্কলী ) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর এমিরিটাস ডক্টর আর্চার টেইলর। তিনি বিভিন্ন লোককাহিনী ও লোকগীতিকার ক্ষেত্রে পদ্ধতিটি সার্থকভাবে প্রয়োগ করেছেন এবং পরিশেষে মন্তব্য করেছেন যে এই পদ্ধতির সার্থকতা নির্ভর করে যিনি প্রয়োগ করেন তাঁর প্রজ্ঞার ওপর। তিনি একথাও বলেছেন যে এই পদ্ধতি আবিষ্কারের বহু পূর্বে চাইল্ড, গুণ্ডভিগ, গ্যাষ্টন প্যারিস, ফ্রেডারিক র‍্যাঙ্কে প্রভৃতি পাণ্ডতগণ তাঁদের বিস্তারিত আলোচনায় অনুরূপ সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করেছেন, তবে তাঁদের পথ ছিল এলোমেলো ও সুদীর্ঘ। ফিনিশীয় পদ্ধতি সেই পথকে সংক্ষিপ্ত ও সুশৃংখলিত করেছে। টেইলর যে প্রজ্ঞা ও সাধারণ জ্ঞানের ( common sense ) কথা বলছেন তা যে এই পদ্ধতির অনুসরণে কত গুরুত্বপূর্ণ সে

প্রমাণ তাঁর নিজের একটি আলোচনা থেকেই দেখা যায়। All that glitters is not gold এই প্রবাদের কয়েক শত পাঠান্তর পরীক্ষা করে তিনি দেখিয়েছেন glitters শব্দটির স্থানে glisters শব্দটিও প্রচুর ব্যবহৃত হয়েছে। তিনি ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পদ্ধতির সাহায্যে প্রমাণ করেন যে অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে বিখ্যাত নট ( actor ) ডেভিড গ্যারিক সম্ভবতঃ গোল্‌ডস্মিথের একটি জনপ্রিয় নাটকের অভিনয়ের সময় glitters শব্দটি উচ্চারণ করেন। এর পূর্বে glisters শব্দটিই প্রচলিত ছিল। শেক্‌সপীয়রের 'মার্চেন্ট অব ভেনিস' গ্রন্থে ব্যবহৃত এই প্রবাদে glisters শব্দটি আছে।

তুলনামূলক মতবাদের প্রধান ভিত্তি ফিনিশীয় ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পদ্ধতি সম্পর্কে বিভিন্ন পণ্ডিতের মতামত আলোচনা করে একথাই প্রতিপন্ন হয় যে এই মতবাদের সপক্ষে যেমন বিপক্ষেও তেমনি অনেক জোরালো যুক্তি আছে। এই মতবাদ লোকলোর-এর আলোচনাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেছে, সুনিয়ন্ত্রিত করেছে এবং বিশেষ পরিসংখ্যা ও আংকিক পথে একটি সত্যে উপনীত হতে সাহায্য করেছে। অপরপক্ষে এই মতবাদের ফলে লোকলোর-এর দার্শনিক ভিত্তির কথা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কথা, সমাজমানসে এর গুরুত্ব নির্ণয়ের কথা এবং সর্বোপরি এর মধ্যে যে আনন্দ-রস আছে, সাহিত্য-সৌন্দর্য আছে সেসব কথা ধীরে ধীরে যেন সমস্ত মহিমা বর্জন করতে চলেছে। তবে ইত্যাকার দোষগুণ সত্ত্বেও তুলনামূলক মতবাদ যে সারা বিশ্বেই পণ্ডিত সমাজে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে চলেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

## *দুই : লোকলোর সম্পর্কে জাতীয়তাবাদমূলক মতবাদ*

তুলনামূলক মতবাদ বিভিন্ন দেশ থেকে পাঠান্তর সংগ্রহ করে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মধ্যে একটি সমন্বয় খুঁজতে সচেষ্ট। অন্যপক্ষে জাতীয়তাবাদমূলক মতবাদ একটি দেশের মধ্যে লোকলোর-এর ঐতিহ্য যে কত জীবন্ত ও শক্তিসম্পন্ন সেকথাই প্রমাণ করতে প্রয়াসী। শেষোক্ত মতবাদের মাধ্যমে অনেক সময় অপর দেশের ঐতিহ্যিক ঐশ্বর্যের সঙ্গে পার্থক্য দেখিয়ে স্বদেশের গৌরব প্রতিষ্ঠায় তৎপরতা পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু এই দুই মতবাদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান থাকলেও

মতবাদ দুটো বিপরীতপন্থী নয়—বরঞ্চ একদিক থেকে একটি আরেকটির সহায়ক। দুই মতবাদেরই লক্ষ্য প্রাচীন ঐতিহ্যের মাধ্যমে একটি সত্যে উপনীত হওয়া, একটির মাধ্যমে একটি বিশেষ লোককাহিনী বা লোকগীতিকা বা অনুরূপ কিছুর জন্ম ও ভ্রমণবৃত্তান্ত আবিষ্কারের চেষ্টা, অপরটির মাধ্যমে একটি জাতি বা দেশের অতীত গৌরব প্রতিষ্ঠার প্রয়াস। যেখানে জাতীয়তাবাদী লোকলোরবিদ একটি লোককাহিনী, লোকগীতিকা বা লোকলোর-এর যে কোন উপকরণে তাঁর জাতির অনুভূতি, চিন্তাভাবনা ও আশানিরাশা কিভাবে রূপায়িত হয়েছে সেকথা প্রমাণে একান্ত উৎসাহী, সেখানে তুলনামূলক মতবাদপন্থী লোকলোরবিদ লোকলোর-এর এই বিশেষ উপকরণটি সেই দেশের বিশিষ্ট সামগ্রী হলেও যে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ভ্রমণ করেছে এবং একটি বিশেষ দেশের চেতনাকে বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়ে দেশের গৌরবকে বৃদ্ধি করেছে একথা প্রমাণের জন্য বিশেষ তৎপর। সুতরাং দুই মতবাদের লক্ষ্যপথে পার্থক্য খুব বেশী নেই। ব্যাপক পার্থক্য শুধু পথ-পরিক্রমায়।

ইউরোপের দুটো ছোট্ট দেশ ফিনল্যাণ্ড ও আয়র্লণ্ড লোকলোর-এর প্রচুর উপকরণ সংগ্রহের পর তাদের সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ফিনল্যাণ্ডে লোকলোর বিজ্ঞানের ( The Science of Folklore ) সূত্রপাত হয় ইলিয়াস ল্যানরোট-এর বিপুল সংগ্রহের মাধ্যমে—তিনি সংগ্রহ করেন ( ১৮৩৫ ) কালেভেলা, যা কিনা পরবর্তী গবেষকদের গবেষণার প্রধানতম উপাদান হিসেবে বিদ্যমান ছিল এবং এখনো রয়েছে।

জাতীয়তাবাদমূলক মতবাদের সূত্রপাত হয় জার্মানীতে হিটলারের জাতীয়তাবাদী সরকারের প্রচেষ্টায়। লোকলোর-এর পঠনপাঠনে সরকারী নির্দেশে এই মতবাদের ভিত্তি প্রোথিত হয়। ১৯২০-এর দশকে নাজী মতবাদের সমর্থনে লোকলোর সম্পর্কিত প্রচুর গ্রন্থ ও পুস্তিকা প্রকাশিত হয় যেগুলোতে প্রমাণ করা হয় যে জার্মান জাতি সুসভ্যতম জাতি। জাতীয় ঐক্যের খাতিরে হিটলারের জাতীয়তাবাদী মতবাদকেই লোকলোরবিদগণ সমর্থন করেন এবং হেন্‌স্ ন্যাওমান প্রমাণ করেন যে লোকলোর-এর জন্ম সুসভ্য ভদ্র পরিবারে, তবে ধীরে ধীরে সময়ের ব্যবধানে তা সাধারণ মানুষের সামগ্রীতে রূপান্তরিত হয়েছে। একথার তরঙ্গ তুলেই তিনি বলতে চেয়েছেন, সমগ্র ইউরোপীয় লোকলোর-এর জন্মদাতা প্রাচীন জার্মানী।

জার্মান জাতিকে তিনি লোকলোরভিত্তিক ঐতিহ্যের মাধ্যমেই ইউরোপের ঐহিক এবং আত্মিক গুরু বলে প্রমাণ করেছেন। পরবর্তীকালে তাঁর এই সুরের প্রতিধ্বনি মেলে হেনরী রিস্‌ল এর কণ্ঠে। বর্তমান শতাব্দীর বিশ ও তিরিশের দশকে জার্মানীতে লোকলোর শুধু বিশ্ববিদ্যালয়সমূহেই পাঠ্যবিষয়ে পরিণত হয় না, স্কুল কলেজেও ব্যাপক অধ্যয়নের বিষয়ে নির্ণীত হয়। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে Adolf Bach -এর Deutsche Volkskunde গ্রন্থে হিটলারকে লোকলোর-এর বিশিষ্ট উদ্‌গাতা হিসেবে শ্রদ্ধা জানানো হয় এবং Fuhrerschicht মতবাদে লোকলোর-এর পঠন-পাঠনকে অভিষিক্ত করা হয়। সমসাময়িক লোকলোরবিদদের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় লোকলোর-এর মাধ্যমে জাতীয় ঐতিহ্যের গৌরব ঘোষণা।

সোভিয়েট রাশিয়াতে লোকলোরকে কম্যুনিষ্ট প্রচারণার বিশিষ্ট হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে জারের রাজত্বকালে এ. এফ. হিলফারডিং (১৮৩১—৭২) প্রমুখ পণ্ডিতের নেতৃত্বে লোকলোর সম্পর্কিত গবেষণা ও সংগ্রহ বিশেষ উন্নতি সাধন করে। তিনিই প্রথম কথক ও বর্ণনাকারীর জীবনী ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে পর্যাপ্ত আলোকপাতের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকৃতি দান করেন। লোকলোর-এর আলোচনায় ও পঠনপাঠনে উৎসাহ অক্টোবর বিপ্লবের সময়ে এবং পরেও বেশ কিছুদিন জাগ্রত ছিল। কিন্তু ১৯৩৬ সালের দিকে সহসা কম্যুনিষ্ট পার্টি সচেতন হয়ে উঠলো এবং পর্যালোচনা করে দেখলো যে তাদের দেশের লোকলোরবিদগণ সঠিক পথের সন্ধান করেন নি। এযাবৎ শুধু জার্মান নাজী প্রেরণা উদ্বুদ্ধ পর্যালোচনায় পুঁজিবাদী ও উচ্চশ্রেণীর লোকলোর প্রাধান্য লাভ করেছে যার মাধ্যমে দেখানো হয়েছে যে লোককাহিনী রাজরাজড়াদের খেয়ালখুশীর বাহন মাত্র। সুতরাং সাম্যবাদা দলের নির্দেশে এর পর থেকে পণ্ডিতগণ দেখাতে সচেষ্ট হলেন যে আসলে মেহনতী জনসাধারণের সৃষ্টিমুখী আবেদনই লোকলোর-এর জন্মদান করেছে। সাম্যবাদের নতুন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ পণ্ডিতগণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে লোকলোর-এর পঠনপাঠনে আত্মনিয়োগ করলেন। ফলে বীরকাহিনীতে, কর্মসঙ্গীতে, এবং গীতিকায় পণ্ডিতগণ শ্রেণী-সংগ্রামের এক জ্বলন্ত স্বাক্ষর খুঁজে পেলেন—খুঁজে পেলেন স্বার্থান্বেষী ভূস্বামার নিষ্ঠুর স্বার্থপরতা, নীচ মনোবৃত্তি সম্পন্ন যাজকের মুখোস, অত্যাচারী জার সৈনিকের অমানুষিকতা এবং অর্থপিশাচ মিল-মালিকের

সর্বগ্রাসী ক্ষুধা—সবই লোকলোর-এর ভাণ্ডারে নিহিত এক একটি প্রোজ্জ্বল উদাহরণ। প্রায় উনিশ কুড়ি বছর পরে অবশ্যি বিষয়টির অধ্যয়ন আরো প্রসারতা লাভ করে এবং তখন থেকেই পণ্ডিতগণ সামাজিক ঐতিহাসিকতা বিচারে লোকলোর-এর অস্তিত্বকে যেমন স্বীকৃতি দান করতে থাকেন, তেমনি লোকলোর-এর ইউরোপীয় পঠনপাঠনে যে রক্ষণশীল ও সাম্রাজ্যবাদী চেতনা প্রাধান্য লাভ করেছে সেকথাও সোচ্চারে ঘোষণা করেন। আলেকজাণ্ডার প্রপ্ লোকলোর-এর উপকরণে ভাষার গঠনশিল্প আবিষ্কার করেন ( Theory of Morphology ), আন্দ্রেইয়েভ ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক মতবাদকে অস্বীকার করেন, আর ঝুরমিনিস্কি এবং সকোলভ জার্মান পণ্ডিতদের তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন। সকোলভ এবং ভাসেলভাস্কি মিলার মেহনতী জনতার সৃজনী প্রতিভার প্রশংসা করেন, তবে এই জনতা যে নতুন সমাজ-ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখতে ব্যর্থ হয়েছে একথা স্বীকার না করে পারেন না। ওয়াই. এম. সকোলভ তাঁর গ্রন্থে মার্কসপন্থী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে লোকলোর-এর সামগ্রিক পঠনপাঠন অপরিহার্য বলে নির্দেশ দান করেন : এক, লোকলোর যেমন অতীতের প্রতিধ্বনি তেমনি বর্তমানেরও কণ্ঠস্বর; দুই, লোকলোর অতীতে এবং বর্তমানে শ্রেণী-সংগ্রামের ছায়ায় পুষ্ট এবং চিরদিন লোকলোর শ্রেণী-সংগ্রামের একটি বিশিষ্ট হাতিয়ার হিসেবে বিচার্য। সকোলভ তাঁর একটি বিখ্যাত গ্রন্থে ( The Russian Folklore ) মার্কস্, এন্‌গেল্‌স, লেনিন এবং স্ট্যালিন প্রভৃতি মনীষীর বহু উদ্ধৃতি উল্লেখ করে প্রমাণ করেন যে জনসাধারণের সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি ও প্রোলেতারিয়েতদের চিন্তাপুষ্ট লোকলোর-এর প্রতি তাঁদের সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা অপরিসীম।

সোভিয়েট রাশিয়ায় যে চেতনা দিন দিন প্রাধান্য বিস্তার করলো তার আলোকে লোকলোরকে একটি সংগ্রামক্ষেত্র হিসেবে বিচারের প্রবণতা নিঃসন্দেহে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। সংগ্রামক্ষেত্র শুধু মাত্র রক্ষণশীল ও সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মধ্যে নয়, চাষী মজুর ও মেহনতী জনতা যে লোকলোর-এর মাধ্যমে আবহমানকাল থেকে শাসক, শোষক ও পুঁজিবাদী সমাজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আসছে তারও উপযুক্ত যুদ্ধক্ষেত্র এই লোকলোর। কুলাকগণ, পেটি বুর্জোয়াগণ, অথবা আরো অনেক সামাজিক শোষকশ্রেণী শুধু মাত্র এতদিন সাধারণ মানুষের লোকলোরকে অপহরণ

করে নিজের করবার চেষ্টা করেছে এবং চেষ্টা করেছে সেগুলোকে নিজেদের শোষক-সুলভ দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করতে। সুতরাং, এখন দেশের বিভিন্ন অংশে লোক-সাহিত্যের উপকরণগুলোকে আর যার যেমন খুশী তেমনভাবে ফেলে রাখলে চলবে না, সেগুলোকে ব্যাপকভাবে সংগ্রহ করতে হবে এবং প্রয়োজন হলে মার্কসপন্থী দৃষ্টিতে সেগুলোকে আবার নতুনভাবে সৃষ্টি বা রদবদল করে মেহনতী জনতার মধ্যে পুনরায় বিতরণ করতে হবে—প্রচার করতে হবে বেতার, চলচ্চিত্র, নাট্যানুষ্ঠান এবং সংবাদপত্রের মাধ্যমে। উৎসাহ দিতে হবে সমবায় খামার বা শিল্পকেন্দ্রের মানুষ-গুলোকে যাতে তারা বিপ্লবী সাম্যবাদী সরকারের প্রশংসা কীর্তনের জন্য রচনা করে লোকসঙ্গীত, লোককাহিনী, বা লোকলোর-এর অন্যান্য উপাদান বা উপকরণ। আর এমনি সযত্ন প্রচেষ্টায় সৃষ্টি হবে সারা দেশের জন্য মার্কসবাদে উদ্বুদ্ধ নতুন প্রোলেতারিয়েত লোকলোর। ১৯৩৪ সালে অনুষ্ঠিত সোভিয়েট লেখক সংঘের (All Union Congress of Soviet Writers) একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশনে মনীষী এম. গোর্কী, যাঁর লেখায় লোকলোর ব্যাপক প্রেরণা জুগিয়ে এসেছে, জোরালো ভাষায় ঘোষণা করলেন যে পরিশ্রমী মানুষের ক্রন্দনে সর্বদেশের লোক-লোর চিরদিন মুখর। তিনি উদাহরণ দিলেন ঐতিহাসিক শ্রমিক হারকিউলেস, প্রমিথিউস, মিকুলা সেলিয়ানিনোভিস এবং সৃভিয়াটোগর প্রভৃতির প্রতিবাদমুখর ভূমিকা থেকে—যারা অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আজো বিশ্বে প্রতিবাদের প্রতীক হিসেবে সম্মানিত। একথা প্রমাণের পর গোর্কী সর্বসমক্ষে অশিক্ষিত লোক-কবি সোলেমান স্টাল্‌স্কীর প্রতি গভীর সম্মান প্রদর্শন করেন। এই কবিকে সুদূর ডাঘেস্তান থেকে পূর্বেই নিয়ে আসা হয়েছিল লেখক সংঘের অধিবেশনে সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে এবং এই সুযোগে মহামতি গোর্কী উক্ত লোককবিকে বিংশ শতকের হোমার আখ্যায় ভূষিত করেন। এই সম্মান ও স্বীকৃতি সোভিয়েট রাশিয়ায় সুনিয়ন্ত্রিত লোকলোর সৃষ্টির প্রেরণা হিসেবে পথসৃষ্টি করেছিল।

এরপর বিপ্লব-পূর্ব কালের লোকলোর সম্পর্কে নতুন করে গবেষণা শুরু হোল। ঊনবিংশ শতকের যে মুষ্টিমেয় কয়জন লোকলোরাবদ সামাজিক দৃষ্টিতে লোকলোর-এর বিচার করেছিল তাঁদের স্বীকৃতি জানানো হোল। আই. জি. প্রিঝোভ সেকালের লোকলোর-এর মধ্যে জার, ধর্মযাজক ও ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে জনসাধারণের সংগ্রাম

আবিষ্কার করে প্রোলেতারিয়েত সমাজের প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত করলেন। আই. এ. খুডিয়াকোভ ঐতিহাসিক লোকসংগীতে এবং জনপ্রিয় লোককাহিনীতে শ্রেণী বিদ্বেষকেই যে কিভাবে চপল হাস্য-রসিকতায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তার সার্থক বিশ্লেষণ পণ্ডিত-সমাজে তুলে ধরলেন। ভি. পি. বির্যুকোভ Pre-Revolutionary Folklore of the Urals ( ১৯৩৭ ) গ্রন্থে কয়লাখনির শ্রমিকদের গানে, কিংবদন্তীতে এবং অন্যান্য উপকরণে মালিক ও স্বার্থবাদী মানুষদের বিরুদ্ধে যে কি আক্রোশ প্রকাশ পেয়েছে সেকথাই সগর্বে প্রচার করলেন। বির্যুকোভ তাঁর আলোচনাকে ভিত্তি করে ঘোষণা করলেন, এ দেশের মজুর শ্রমিক এবং কৃষক ভাই ভাই। অনেকগুলো কিংবদন্তীর মধ্যে এই গ্রন্থের একটি কিংবদন্তী এখানে উল্লেখ করা চলে। কাহিনীটির নাম The Secret Tale of the Golden Commander.

গোল্ডেন কমাণ্ডার হোল এ্যাণ্ড্রে স্টেপাগেভিস প্লটনিকভ নামক জনৈক কৃষকের ছদ্মনাম। এই কৃষক এক সময় কারখানায় মজুরের কাজ করে, গোপনে ডাকাতদল গড়ে তোলে এবং মিল-মালিককে ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে হত্যা করে। মিল-মালিকের ভ্রাতুষ্পুত্রী যখন ক্ষমতাসীন হয় তখন ডাকাতদলের জনৈক সর্দার আদর্শ-বিচ্যুত হয় এবং প্লটনিকভ নিজের হাতে গলা টিপে সেই সর্দারকে হত্যা করে। এরপর সেই স্বার্থান্ধ নারী প্লটনিকভকে বাধ্য করে তাকে একটি মন্ত্রশক্তি দান করে যার সাহায্যে সে পর্বতের গহ্বরে লুক্কায়িত অগাধ ঐশ্বর্যের সন্ধান পায়। ধন-দৌলতের আকর্ষণে বিমুগ্ধ প্লটনিকভ অবশেষে আদর্শবিচ্যুত হয়ে তার অনুসারীদের হাতেই নিহত হয়। এরপর থেকে প্লটনিকভ একটি কিংবদন্তীর নায়ক হিসেবেই মানুষের স্মৃতিতে বেঁচে থাকে। প্লটনিকভের সংগ্রাম ও আদর্শবিচ্যুতির মধ্যে যে শ্রেণী-সংগ্রাম আছে এবং অর্থনৈতিক মুক্তির আকুতি আছে সেকথা পণ্ডিত বির্যুকভ স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন।

প্রপের Theory of Morphology নিঃসন্দেহে লোকলোর পঠনপাঠনে একটি নতুন দিগন্তের সৃষ্টি করেছে। ভাষাবিজ্ঞানীরা যেমন একটি ভাষায় কতগুলো নিয়মের অনুবর্তন লক্ষ্য করেন, প্রপ তেমনি লোকলোর-এর মধ্যে গঠনগত বৈশিষ্ট্য ও কতকগুলো বিশেষ নিয়মের অনুবর্তন আবিষ্কার করেছেন। তাঁর মতে লোকলোর-এর গঠন বৈশিষ্ট্য বলতে মূলত ভাষা ও আঙ্গিকগত রূপায়ণ বোঝায় এবং তিনি মনে

করেন লোকলোর-এর বিশেষ বিশেষ শাখায় বিশেষ বিশেষ ধ্বনি ও শব্দসম্ভারে ভাষাকেও তার উপযুক্ত বাহন করে সাজানো হয়। অনুরূপভাবে লোকলোর-এর প্রত্যেক শাখারই এক একটি আঙ্গিকগত স্বাতন্ত্র্য আছে। প্রপের মতবাদে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় আছে এবং তিনি তাঁর বিস্তারিত আলোচনায় লোকলোর-এর কতকগুলো শাখায় অর্থনৈতিক বৈষম্যের ফলে উদ্ভূত বা শ্রেণী-শোষণের মাধ্যমে উদ্গত অনুভূতিকে যেমন মূল্য দিয়েছেন, সেই অনুভূতির প্রকাশ-পদ্ধতিও যে কতকগুলো নিয়মের অনুসারী একথাও তথ্যের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন।

সোভিয়েট রাশিয়ায় সরকারী ও পণ্ডিতগণের প্রচেষ্টায় লোকলোর -ঐতিহ্যের একটি নতুন ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে এবং লোকলোর-এর সকল শাখায় যে সামাজিক অসাম্য ও অর্থনৈতিক শোষণের প্রতিবাদের সুর প্রাধান্য বিস্তার করেছে একথাও বারবার নানাভাবে প্রমাণের চেষ্টা করা হয়েছে। এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গীকে শুধু প্রোপাগাণ্ডা বা উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণা বলে উড়িয়ে দেয়া যায় না। এমন কি ধনতান্ত্রিক পুঁজিবাদী দেশের লোকলোর থেকেও সোভিয়েট পণ্ডিতগণের এই দৃষ্টিভঙ্গীর সমর্থনে প্রমাণ আবিষ্কার করা খুব কঠিন নয়। আমি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রমাণ উল্লেখ করছি। যুক্তরাষ্ট্রের জনৈক পণ্ডিত জর্জ থোরসন বহু পরিশ্রম করে খনির শ্রমিকদের গান সংগ্রহ করেন এবং তাঁর সংগৃহীত গানগুলোতে খনির মালিকদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের সংগ্রামী মনোভাব যে কত জোরালো ভাষায় অভিব্যক্তি লাভ করেছে একথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। অথচ এই গানগুলোর দিকে—যুক্তরাষ্ট্রের পণ্ডিতগণ বিশেষ দৃষ্টি দিতে চেষ্টা করেননি। এছাড়া নিগ্রোদের গানে, প্রবাদে এবং লোককাহিনীতে নির্যাতিত মানবতার ক্রন্দন এবং প্রতিবাদের সুর মুখরিত। জেসি জেম্‌স্ এবং সাম্ বাছ দুজন বিখ্যাত লোকবীর এখনো জনমনে শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে আছেন। এই সমস্ত ব্যাপার থেকে, আমেরিকার কিছু সংখ্যক পণ্ডিতগণের কটাক্ষ সত্ত্বেও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে সোভিয়েট পণ্ডিতগণের মতবাদ লোকলোর গবেষণায় একটি নতুন দিক নির্দেশ করেছে। স্বীকার করি, প্রতিবাদের সুর বা অর্থনৈতিক মুক্তির প্রেরণা বা শ্রেণী- সচেতনতা

লোকলোর-এর সব নয়—লোকলোর-এর অনেকগুলো সুর, প্রেরণা বা চেতনার মধ্যে এ হোল একটি দিক—কিন্তু তবু এই দিক নির্দেশনায় সোভিয়েট পণ্ডিতদের অবদান যে অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য সে সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

সোভিয়েট প্রভাবপুষ্ট হাঙ্গেরীতেও মার্কসপন্থী আদর্শে লোকলোর বিচারের একটি সাড়া লক্ষ্য করা যায়। এখানেও জাতীয়তাবাদমূলক চিন্তাধারায় লোকলোর গবেষণা পরিপুষ্টি লাভ করেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে সংগৃহীত লোকলোর নিয়ে বর্তমান শতকে ব্যাপক গবেষণার সূত্রপাত হয়। অষ্ট্রিয়ার শাসনভার সত্ত্বেও হাঙ্গেরীর ঐক্য আবিষ্কারের জন্য এদেশের বুদ্ধিজীবী সমাজে যে সাড়া অনুভূত হয় লোকলোর-এর পঠনপাঠনের ক্ষেত্রেও তা ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে, যার ফলে পণ্ডিতগণ শক্তিশালী অতীত ঐতিহ্য এবং সুস্পষ্ট জাতীয় উৎস সন্ধানে তৎপর হয়ে ওঠেন। তিরিশের ও চল্লিশের দশকে পা দিয়ে গ্যায়ূলা অরটুটে ( Gyula Ortutay ) এবং তদীয় ছাত্রী লিণ্ড ডেঘ ( Lind Degh ) প্রমুখ পণ্ডিতের নেতৃত্বে হাঙ্গেরীর লোকলোর পঠনপাঠনে জাতীয়তাবাদী মতবাদ যেমন একটি উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছে, তেমনি স্পষ্টতর হয়েছে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রখরতা। লোকলোর সৃষ্টির পশ্চাতে শুধু সমাজ নয়, ব্যক্তিমানসিকতা যে আছে আর সেই মানসিকতা যে ভাস্বর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল সেদিকেও হাঙ্গেরীয় গবেষকদের দৃষ্টি বিশেষভাবে নিবদ্ধ হতে দেখা গিয়েছে।

জাপান বাস্তবিকপক্ষে লোকলোর-এর ক্ষেত্রে নির্জন সাধনায় নিমগ্ন—বর্তমান শতকের গোড়ার দিক থেকে অধ্যাপক কে. ইয়ানাগিতার প্রেরণায় লোকলোর-বিজ্ঞানের পঠনপাঠনের সূত্রপাত থেকেই এই সাধনার পথ সৃষ্টি হয়েছে। তাঁরই মহৎ প্রচেষ্টায় জাপানে বিখ্যাত ফোকলোর ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং জাপানের পার্বত্য জীবন, ধীবরদের জীবন প্রভৃতি নিয়ে গবেষণা চলেছে ও জাপানী লোকলোর অভিধান প্রণীত হয়েছে।

জাপানী লোকলোরবিদগণ প্রাথমিকভাবে জাপানী লৌকিক ধর্মের ( Shintoism ) দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিলেন। লোকলোরকে কেন্দ্র করে ইংলণ্ডের বিখ্যাত পণ্ডিত জর্জ লরেন্স গোমে ইতিহাস পুনর্গঠন সম্পর্কে একটি মতবাদ প্রকাশ করেন—তিনি মনে করেন এই পুনর্গঠনবাদ লোকলোরকে ইতিহাস-বিজ্ঞান হিসেবে

প্রতিষ্ঠা করে। জাপানী লোকলোরবিদগণ, বিশেষ করে, ইয়ানাগিতা ও তাঁর অনুসারীগণ এই মতবাদে বিশ্বাসী। এছাড়া শিল্পায়নে উন্নতিলাভের সঙ্গে সঙ্গে জাপানের লোকলোর-গবেষণা উগ্র জাতীয়তাবাদের আশ্রয়ে লালিত হতে থাকে। উগ্র জাতীয়তাবোধ জাপানে এখনো লোকলোর পঠনপাঠনে বিশেষভাবে জীবন্ত।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমান শতাব্দীর বিশ এবং তিরিশের দশকের দিকে প্রথম লোকলোর সম্পর্কিত উৎসাহ উদ্দীপ্ত হয় কবি কার্ল স্যাণ্ডবার্গের লোকসংগীত সংগ্রহ The American Songbag (১৯২৭) এবং এলান লোমাক্স-এর The American Ballads and Folksongs (১৯৩৪) গ্রন্থদ্বয় প্রকাশের পর থেকে। B. A. Botkins-এর A Treasury of American Folklore (১৯৪৪) সংগ্রহটিও এই একই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত চেতনার ফল। আমেরিকার লোকলোর প্রকৃতপক্ষে এই গ্রন্থগুলোর মাধ্যমে জনসমাজে প্রচারিত হয়েছে। প্রচারণার ক্ষেত্রে, এ ছাড়াও, সহায়তা করেছেন জনপ্রিয় লোকসংগীত-গায়ক বার্ল আইভ্‌স, হ্যারী বেলাফন্টে, ওয়াল্ট ডিস্‌নে, লাইফ ম্যাগাজিনের লেখক জেম্‌স লেউইকি (Popular Illustrated Series on American Folklore, 1959-60) প্রভৃতি। এই সমস্ত সংগ্রহ ও প্রচারণায় পাণ্ডিত্যের লেশমাত্র নেই—আমেরিকার ইতিহাস আবিষ্কারে ঐতিহাসিকদের যে নিষ্ঠা পরিলক্ষিত হয়েছে, অথবা সাহিত্যের ঐতিহ্য সৃষ্টিতে সাহিত্যিকদের যে সাধনা দেখা গিয়েছে, লোক-লোরের পঠনপাঠনে প্রাথমিক পর্যায়ে তার আভাসমাত্র ছিল না। এই সমস্ত গ্রন্থকার প্রথমতঃ এবং মূলতঃ ছিলেন সংগ্রাহক এবং দ্বিতীয়ত ছিলেন প্রচারক। এ ছাড়া জাতীয়তাবাদের অন্ধ আবেগে এঁদের সামগ্রিক প্রচেষ্টা বিশেষভাবে আকীর্ণ ছিল। ১৯২৫ সালে প্রকাশিত জেম্‌স স্টীভেন্স পল বেনিয়ান নামক লোকবীর সম্পর্কে যে আলোচনা করেন তাতে মনে হয়, আমেরিকার লোকবীর সম্পর্কিত কিংবদন্তী যেন পা থেকে মাথা পর্যন্ত সত্যিকার আমেরিকান আদর্শেই গঠিত একথা প্রমাণের জন্যই লেখকের সমস্ত শক্তি ক্ষয়িত হয়েছে। পল বেনিয়ানের পর লোকলোর আলোচনার ক্ষেত্রে একে একে আরো লোকবীরের আবির্ভাব হতে থাকে—পেক্স বিল নামক রাখাল, বুড়ো স্টরম্যালঙ্গ নামক নাবিক এবং জো মাগারেস নামক লৌহশ্রমিক। যে সমস্ত প্রবন্ধ এবং গ্রন্থলেখক এই সব লোকবীরদের

বীরত্ব ও গুণকীর্তনে উদ্বুদ্ধ ছিলেন, তাঁদের মূল লক্ষ্য ছিল একথা প্রমাণে যে এই লোকবীরগণ প্রাচীন কালের টাইটান, হারকিউলেস, স্যামসন ও থোর প্রভৃতির ন্যায় শক্তিসম্পন্ন ছিল এবং তাদের জন্য আমেরিকার গর্বের অন্ত নেই। কিন্তু এঁরা আলোচনায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির কোন পরোয়া করেন নি, কথক বা বর্ণনাকারীর পরিচয়ের প্রয়োজন বোধ করেন নি এবং সংগৃহীত লোকলোর-এর মধ্যে যদৃচ্ছা নিজেদের চিন্তাভাবনা সংযুক্ত করতেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর আমেরিকাতে যে জাতীয়তাবোধ শক্তিশালীভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল, এদেশের প্রাথমিক লোকলোর সম্পর্কিত আলোচনা সেই চেতনার ছায়ায় লালিত এবং পরিবর্ধিত। সেজন্য জাতীয় শক্তি ও ঐতিহ্যের গর্ব প্রমাণের উদ্দ্যেশ্যেই আবিষ্কৃত হয়েছিল একাধিক লোকবীর, অসংখ্য আষাঢ়ে কিংবদন্তী এবং অজস্র লোকগীতিকা। এগুলোকে উদ্দেশ্য করেই পণ্ডিতপ্রবর রিচার্ড এম. ডরসন ১৯৫০ সালে ফেকলোর (Fakelore)[১] শব্দটি উদ্ভাবন করেন। পরবর্তীকালে আমেরিকায় বর্তমান শতকের যে সমস্ত বিশ্ববিশ্রুত পণ্ডিতের আবির্ভাব ঘটেছে, তাঁরা ভিন্ন পথ নির্বাচন করেছিলেন এবং লোকলোরকে একটি বিজ্ঞান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ও discipline হিসেবে অধ্যয়ন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে এফ. রোয়াজ, চাইল্ড, গুমারী, কিট্রেজ, স্টীথ থম্পসন, ব্লুমফিল্ড, নরম্যান ব্রাউন, এডগার্টন, রিচার্ড এম. ডরসন, আরচার টেইলর, উইলিয়ম বেসকম প্রভৃতির নাম অমর হয়ে থাকবে।

লোকলোরকে কেন্দ্র করে জাতীয়তাবাদমূলক চিন্তাধারা বা মতবাদের পরিপোষকতা কম বেশী সব দেশেই হয়েছে। এ সম্পর্কে অধিক আলোচনা বাহুল্য মনে করি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করতে হয়, এ যাবৎকাল পর্যন্ত পাকিস্তানে লোকলোর সম্পর্কে যে চেতনার বিকাশ হয়েছে তা মূলতঃ এই জাতীয়তাবাদমূলক চিন্তাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। এদেশে সংগ্রহের কাজ অতীতেও কিছুটা হয়েছে এবং সাম্প্রতিককালে তো বেশ সন্তোষজনকভাবেই হয়েছে। তবে সংগৃহীত মালমশলার উপাদানগুলোর পর্যালোচনায় আমরা অতীতে যেমন, বর্তমানেও তেমনি, ভাবাবেগের প্রশ্রয় যতটা দিয়েছি, পাণ্ডিত্যের ততটা নয় এবং জাতীয় ঐতিহ্য ও গর্বের সন্ধানে

১। আর. এম. ডরসন, আমেরিকান ফোকলোর, শিকাগো (চতুর্থ সং), ১৯৬৪, পৃ: ৪।

যতটা সরব হয়েছি, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী অর্জনের জন্য সে তুলনায় ততটা কেন, কিছুটাও সচেষ্ট হইনি। আশার কথা, এই চেতনা বা অন্ধ আবেগের দিন ধীরে ধীরে অবসিত হবার পথে—ভবিষ্যতে সাধনাদীপ্ত লোকলোরবিদের আবির্ভাব সম্পর্কে আমরা আশান্বিত।

## *তিন ঃ নৃতাত্ত্বিক বা মানববিদ্যা বিষয়ক মতবাদ*

যুক্তরাষ্ট্রের নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী বা মানববিদ্যা বিজ্ঞানীদের মধ্যে মুষ্টিমেয় কজন ছাড়া লোকলোরকে তাঁদের সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের মধ্যে কেউ বিশেষ গুরুত্বদান করেন নি। ফ্রান্‌জ্‌ বোয়াজ ১৯০৮ থেকে ১৯২৪ পর্যন্ত জার্নাল অব আমেরিকান ফোকলোর পত্রিকার একজন সার্থক সম্পাদক ছিলেন। অজস্র মূল্যবান লেখার মাধ্যমে তিনি লোকলোর সম্পর্কে মানববিদ্যাবিজ্ঞানীদের উৎসাহ বৃদ্ধি করেন ও একটি শক্তিশালী অনুসারী দলের সৃষ্টি করেন। এঁদের মধ্যে রুথ বেনেডিক্ট, পারসন্স, হারস্‌কোভিট্‌স্‌ প্রভৃতি পণ্ডিতের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। রুথ বেনে-ডিক্ট বোয়াজ-এর পর পনেরো বছর জার্নাল অব আমেরিকান ফোকলোর-এর সম্পাদক ছিলেন। হারস্‌কোভিট্‌স্‌-এর অসংখ্য ছাত্রের মাধ্যমে এই ধারা আজো অনুসৃত হয়ে চলেছে।

আমেরিকার সিমীয়ান ও কোয়াকিউট্‌ল্‌ নামক দুই উপজাতির অসংখ্য লোকলোর, বিশেষ করে লোককাহিনী সংগ্রহ ও প্রকাশ করে বোয়াজ প্রমাণ করেন যে, কোন উপজাতির বা একেবারে অশিক্ষিত সমাজের লোককাহিনীতে সেই সমাজের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ছায়া পড়ে। তিনি তাঁর মতবাদ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আরো বলেন যে, লোককাহিনীতে প্রাচীন সমাজের জীবনচিত্র বিধৃত এবং একারণেই লোককাহিনী একটি উপজাতির ইতিহাস প্রণয়নে প্রচুর পরিমাণে উপাদান উপস্থিত করে। তিনি বলেন, একটি উপজাতির লোককাহিনী যখন ভ্রমণ করে এবং কাহিনীর ঘটনাগুলো অপর একটি উপজাতির অনুরূপ কাহিনীর সাথে মিশে বিকৃত হয়, তখন দুই সংস্কৃতির মধ্যে একটি মিলন ঘটে—সুতরাং লোককাহিনা দুইটি সমাজ বা জাতির মধ্যে সাংস্কৃতিক সমন্বয়ে সেতু নির্মাণ করে। সাম্প্রতিককালে মেলভিল জেকব্‌স্‌

বোয়াজের এই মতবাদের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করেছেন – কেননা বোয়াজ আসলে ফিনিশীয় ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পদ্ধতির জন্মের বহু পূর্বে এই পদ্ধতির পথ নির্মাণ করেছেন, যার ফলে লোকলোর সম্পর্কিত আলোচনা নীরস গাণিতিক রীতি অনুসরণে অধিক পারঙ্গম হয়ে পড়েছে—হৃদয়ের আবেদন আর সেখানে বড় কথা নয়। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে জেকব্‌স্‌-এর এজাতীয় আপত্তি বা সমালোচনা সত্ত্বেও বোয়াজের প্রদর্শিত পথের অনুসারীর অভাব ঘটে নি। রুথ বেনেডিক্ট তাঁর 'জুনি মিথোলজি' নামক গ্রন্থের ভূমিকায় একটি জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন যে লোককাহিনী যেমন কোন সময় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সাথে অন্তরঙ্গ হয়, তেমনি আবার অনেক সময় তা নাও হতে পারে। এই ব্যতিক্রম দেখাতে গিয়েই তিনি কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন যা অন্য উপজাতিদের মধ্যে সুপরিচিত হলেও জুনি উপজাতির মধ্যে অজ্ঞাত। এ ছাড়া তিনি এমন কতকগুলো ঘটনার উল্লেখ করেছেন যার মাধ্যমে মানুষের রুদ্ধ আবেগ বা উদ্বেগই যেন ঘটনায় রূপলাভ করেছে। সুতরাং উপজাতিদের লোককাহিনী বিচারে একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে এর সবকিছুই শুধুমাত্র জাতির মানসরূপকেই প্রতিফলিত করে না—ব্যক্তির মানস ও ষ্টাইলও এগুলোর মাধ্যমে প্রাধান্য লাভ করতে পারে।

রুথ বেনেডিক্ট যখন জার্নাল অব আমেরিকান ফোকলোর পত্রিকা সম্পাদনার মাধ্যমে লোকলোর সম্পর্কে তাঁর উৎসাহপূর্ণ মন্তব্য প্রকাশে ব্যস্ত ছিলেন, সে সময় মানববিদ্যা বিজ্ঞানের অনুসারীগণ লোকলোর সম্পর্কে তাঁদের উৎসাহ শিথিল করে সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য নিরূপণে সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা এবং ব্যক্তিত্ববাদের গুরুত্বকে অধিক মর্যাদাদানে প্রয়াসী হয়ে ওঠেন। ফলে লোকলোর ও মানববিদ্যার মধ্যে আবার একটি দূরত্ব গড়ে উঠতে থাকে। এই পার্থক্য দূর করে লোকলোর ও মানববিদ্যার মধ্যে একটি সেতু নির্মাণে অগ্রসর হন কালিফোর্ণিয়া (বার্কলী) বিশ্ববিদ্যালয়ের মানববিদ্যা বিজ্ঞানের কর্মকর্তা উইলিয়াম বেসকম। তাঁর মতে মানববিদ্যা বিজ্ঞানীদের মধ্যে যাঁরা লোকসংস্কৃতি নিয়ে অধ্যয়ন করেন তাঁদের পক্ষে লোকলোরকে অস্বীকার করা অসম্ভব, কেননা তাঁদেরকে এমন অশিক্ষিত জনসমাজ সম্পর্কে পর্যালোচনা করতে হয়, যাদের সংস্কৃতির একটি বিরাট অংশ মৌখিক ধারায় নিহিত। একটি সমাজকে জানতে হলে তার বিশ্বাস, পৌরাণিক ঐতিহ্য, লোককাহিনী এবং লোক-

লোরের অন্যান্য শাখার সঙ্গে পরিচয় অপরিহার্য। উইলিয়াম বেসকম এগুলোকে লোকলোর মনে না করে প্রত্যেক শাখার আলাদা নামকরণ ও অস্তিত্বে নির্ভর করতে চান ধাঁধাঁ, প্রবাদ, পৌরাণিক লোককাহিনী, কিংবদন্তী, রূপকথা, লোকবিশ্বাস, লোক-গীতিকা প্রভৃতি নামে—সবগুলোর সমন্বিত লোকলোর নামটির মাধ্যমে নয়। এজন্য তিনি ফোকলোর শব্দটির পরিবর্তে মানববিদ্যা বিজ্ঞানীদের নিকট গ্রহণযোগ্য একটি শব্দ দান করেন—শব্দটি Verbal Art[২] বা মৌখিক শিল্প। বেসকমকে অনুসরণ করে লুওমালা শব্দটিকে Oral Literature হিসেবে গ্রহণের স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন আর হারস্‌কোভিটস্‌দের দল সাম্প্রতিক সংগ্রহ Dahomean Narratives গ্রন্থে শব্দটিকে Oral Narratives হিসেবে প্রচারের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। জেকবস্ অবশ্যি মনে করেন উপজাতিদের লোকলোর-এর মধ্যে কোন সাহিত্য নেই, আছে অভিনয়। লোকলোর-এর সবটাই সেখানে একটি বিশেষ অঙ্গভঙ্গীর সাহায্যে দর্শক ও শ্রোতার সম্মুখে বর্ণনা করা হয়—সুতরাং এই বিশেষ অঙ্গভঙ্গীর ও দর্শকের উপস্থিতিই উপজাতিদের লোকলোর-এর মূল কথা—এগুলোর অনুপস্থি-তিতে তাদের লোকলোর-এর সার্থক অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা দুরূহ। তিনি আরো বলেন Oral Literature বা মৌখিক সাহিত্য মানুষের জীবনের বাহ্যিক দাবি প্রতিফলন করে না—কিন্তু একট সংস্কৃতির প্রবণতা ও উদ্বেগ অভিনয়সুলভ প্রকাশ-মাধ্যমে প্রচার করে।

লোকলোর সম্পর্কিত মানববিদ্যামূলক মতবাদগুলোর প্রতিনিধিস্থানীয় উদাহরণ তিনটি বিষয়ে বর্ণনা করা চলতে পারে—(ক) বিষয়বস্তু (Contents), (খ) কার্য-কারিতা বা ব্যবহার্যতা (Functions) এবং (গ) স্টাইল।

(ক) বিষয়বস্তু :

বিষয়বস্তুগত মতবাদের পর্যালোচনায় ফিসার ও সোয়ার্ট্‌স্-এর অবদান (১৯৬০) প্রণিধানযোগ্য। তাঁরা পলিনেসিয়ান সংস্কৃতিবিচারে ক্যারেলিন দ্বীপপুঞ্জের ট্রুক ও পানাপে সংক্রান্ত প্রেমসঙ্গীতগুলো বিশ্লেষণ করেন। এই সঙ্গীতে নারী

২। আমেরিকার ফোকলোর সোসাইটির ৬৬তম বার্ষিক সাধারণ সভায় সভাপতি হিসেবে বেসকমের ভাষণ, নিউইয়র্ক সিটি, ২৯শে ডিসেম্বর, ১৯৫৩।

ও পুরুষের মধ্যে বিসদৃশ সম্পর্কের সন্ধান পাওয়া যায়। ট্রুক সঙ্গীতে নারী অপেক্ষা পুরুষ নিম্ন অবস্থায় বিরাজমান। কেননা স্ত্রীর আশ্রয়ে অধিকাংশ পুরুষের স্ত্রীর গৃহে থাকবার বর্ণনা, যোগ্যতার বিচারে নারীপুরুষের ভেদাভেদে শৈথিল্য, প্রশাসনে নিয়োগের মাপকাঠি হিসেবে বয়োবৃদ্ধির গুরুত্ব ও সন্তান-সন্ততিসহ সংসার পরিচালনায় পুরুষের গুরুদায়িত্ব ইত্যাদি কথা এই সব গানে বর্ণিত। অথচ উক্ত পণ্ডিতদ্বয় এসবের মধ্যে সেই সমাজের কোন ছায়াই দেখতে পাননি—কেননা সমাজব্যবস্থা ভিন্নতর। সেখানে পুরুষের আসন নিঃসন্দেহে অধিক সম্মানের। অনেক গানে প্রেমিক তার প্রেয়সীকে পায় নি তাই হাঙ্গরের মুখে লাফিয়ে মরবে বলে প্রকাশ করে কিন্তু বাস্তবে কেউ কখনো প্রেয়সীর জন্য হাঙ্গরের মুখে লাফিয়ে মরে নি। এই ব্যাপারকে পণ্ডিতদ্বয় Masochism বলে উল্লেখ করেছেন এবং এই গানগুলোতে বর্ণিত কল্পিত ব্যাপারগুলোর মধ্যে নারী ও পুরুষ উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গীতেই মানসিক অতৃপ্তির সন্ধান মেলে বলে মত প্রকাশ করেছেন। পণ্ডিতদ্বয়ের ভাষায় এই ব্যাপারগুলোতে প্রমাণিত হয়ঃ anxiety produces situations in the culture.

(খ) কার্যকারিতা বা ব্যবহার্যতা (Functions) ঃ

আফ্রিকার নাইজিরিয়াস্থ আনাংদের মধ্যে প্রবাদের কার্যকারিতার একটি সুন্দর উদাহরণ দান করেছেন মেসেন্‌জার নামক একজন পণ্ডিত (১৯৫৯)। তিনি দেখেছেন, সেখানকার বিচারালয়ে একজন ফরিয়াদী একজন দাগীচোরের বিরুদ্ধে আনীত মামলার বিচারের সময় একটি প্রবাদের উল্লেখ করে। প্রবাদটি এই—একটি কুকুর যদি কণ্টকাকীর্ণ খেজুর গাছ থেকে খেজুর চুরি করে খেতে অভ্যস্ত হয়ে থাকে, তবে সে নিশ্চয় চতুষ্পদ পোরকুপাইনকে ( লেজে কাঁটাযুক্ত সজারুর মত প্রাণী ) ভয় করবে না অর্থাৎ একজন চোর যদি নিয়মিত চুরি করে তবে সে তার প্রতিবেশীর বাড়ীতেও চুরি করতে আপত্তি করবে না। প্রতিপক্ষ তখন পাল্টা প্রবাদ ব্যবহার করে—একটিমাত্র ঘুঘু যদি ঝোপের মধ্য দিয়ে উড়ে যায় তবে কোন পথই সৃষ্টি করতে পারে না, অর্থাৎ একজন বন্ধুহীন ব্যক্তির কোন মূল্য নেই বলে তার প্রতি অবিচার হওয়া স্বাভাবিক। শেষ পর্যন্ত আসামী মুক্তি পেয়ে গেল।

হারস্‌কোভিট্‌স্‌ আফ্রিকার ডাহোমিয়ানদের মধ্যে লোকলোর-এর ব্যবহার্যতা লক্ষ্য করেছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজা আগাড্‌জা তাঁর পূর্বপুরুষদের পৌরাণিক বর্ণনা সংগ্রহ করেন এবং তাঁর সভাকবিদের আদেশ করেন, তিনি যখন দরবার কক্ষে প্রবেশ করবেন তার প্রাক্কালে এই কাহিনী সঙ্গীতাকারে গাইতে হবে। এই রীতি উনবিংশ শতাব্দীর রাজা গ্লেলে অনুসরণ করেন। এখনো প্রত্যেকদিন সকালে রাজা তার দরবার কক্ষে আসবার প্রাক্কালে রাজসভার স্মারণিকগণ (remembrancers) অনুরূপ সঙ্গীত করে থাকে। ডরোথী এগ্‌গান ১৯৫৫ সালে হোপি ইণ্ডিয়ানদের তিনশত দশটি স্বপ্ন বিচার করে দেখেছেন, তার মধ্যে অধিকাংশ স্বপ্নে একজন অদৃশ্য পুরুষ উপস্থিত হয়—সে ওঝাদের সাহায্য করে মানুষকে বিপদমুক্ত করতে, রোগমুক্ত করতে এবং শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করতে। বাস্তবে এর প্রয়োগে ওঝাগণ ব্যর্থ হলেও স্বপ্নাদেশপ্রাপ্ত পদ্ধতির স্বীকরণে এদের প্রাণান্ত প্রয়াস বিদ্যমান। আমাদের দেশেও বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমে ব্রহ্মদৈত্যকে হাজির করানো এবং ভূতে পাওয়া মেয়েদের ভূত ছাড়িয়ে সুপথে আনয়ন প্রভৃতি প্রয়াসের মধ্যে এজাতীয় ব্যবহার্যতা লক্ষ্য করা যায়। আমাদের দেশের স্বপ্না-দেশপ্রাপ্ত ঔষধ বা চিকিৎসাপদ্ধতির প্রচলন লোকলোর-এর ব্যবহার্যতার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এদেশের লোককাহিনী বর্ণনার ব্যবহার্যতা সম্পর্কে একটি চির প্রচলিত উদাহরণ সহজেই মনে পড়ছে। যখন মাঠে ধান পাকে তখন অনেক সময় চোরের হাত থেকে বা বন্য জন্তুর হাত থেকে ধান রক্ষার জন্য মাঠের মধ্যে একটি বা একাধিক কুঁড়েঘর নির্মাণ করা হয় এবং পালা করে দল ধরে এই কুঁড়ে-ঘরে রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা করা হয়। রাত্রে যাতে কেউ ঘুমোতে না পারে সেজন্য শুরু হয় লোককাহিনীর বর্ণনা। সারারাত যত সব আজগুবি কাহিনী শুনে সবাই নির্ঘুম রাত্রি যাপন করে এবং বন্যজন্তু বা চোরের হাত থেকে ধান রক্ষা করে। এছাড়া লোকলোর-এর ব্যবহার্যতা সম্পর্কে আরো প্রচুর উদাহরণ আমাদের দেশ থেকে তুলে ধরা যেতে পারে।

(গ) স্টাইল :

ক্ল্যাকামাস চিনুক উপজাতিদের মধ্যে থেকে লোকলোর-এর বিশেষ স্টাইলের উদাহরণ সংগ্রহ করেছেন জেকবস্‌। তাঁর মতে কাহিনী বিশেষ ভঙ্গীতে আরম্ভ

ও শেষ হওয়ার মধ্যেই শুধু স্টাইল নিহিত নয়। তিনি দেখিয়েছেন, অনেক সময় হৃদয়াবেগ প্রকাশেরও এক একটি অদ্ভুত উপায় পরিলক্ষিত হয়—এগুলো স্টাইলের অন্তর্ভুক্ত। যেমন একটি চরিত্র না খেয়ে থেকে, কারো সাথে কথা না বলে, অথবা কোথাও না গিয়ে, তার ক্রোধ প্রকাশ করে। জেকব্‌স্‌ মনে করেন, প্রকাশের ক্ষেত্রে এও একটি ভঙ্গী। গ্ল্যাডিস্‌ রিচার্ড বলেছেন, কতকগুলো বিশেষ বিশেষ শব্দ বা ধ্বনির সাহায্যে কোন কোন সময় বিশেষ বিশেষ চরিত্রের অবস্থান কিংবা কার্য-কলাপ উপলব্ধি করা যায়। যেমন খারাপ শব্দ হলেই বুঝতে হবে স্কাংক ( একটি চতুষ্পদ প্রাণী, উঃ আমেঃ ) এবং ভাল শব্দ হলেই বুঝতে হবে ফিশার ( মৎস্যাহারী প্রাণী, উঃ আমেঃ ) আসছে। অনেক সময় লোককাহিনী বা লোকগীতিকা বলবার সময় কোন কোন কথক বিশেষ ভঙ্গীতে বক্তব্য প্রকাশ করে থাকে। যদিও এই ভঙ্গী ঠিক গঠনগত ষ্টাইলের মধ্যে পড়ে না, তবু লোককাহিনী বা লোকগীতিকা উপলব্ধির পথে এর মূল্য আছে। ষ্টাইল সম্পর্কিত উপরোক্ত পর্যালোচনাসমূহ উপজাতীয় ষ্টাইলের দিকেই অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে, ব্যক্তিগত ষ্টাইলের সন্ধান দেয় নি। লোকলোর-এ ব্যক্তি অপেক্ষা ব্যষ্টির মূল্য অপরিসীম—কিন্তু তবু লোকগীতিকা পর্যালোচনায় বোধকরি ব্যক্তিগত ষ্টাইলের সন্ধান মিলতে পারে। তেমন পর্যালোচনা খুব বেশী হয়েছে বলে জানা নেই।

## চার ঃ লোকলোর সম্পর্কে মনোসমীক্ষণগত মতবাদ

সিগমাণ্ড ফ্রয়েড প্রদর্শিত পথে লোকলোর সম্পর্কে মনোসমীক্ষণগত মতবাদ বর্তমান শতাব্দীতে বিশেষ প্রাধান্য বিস্তার করেছে। ফ্রয়েডীয় পদ্ধতি আরোপ করে কার্ল আব্রাহাম ১৯১৩ সালে তাঁর মূল্যবান গ্রন্থ Dreams and Myths প্রণয়ন করেন। তিনি আডালবার্ট কুহ্‌ন্‌কে তুলনামূলক পৌরাণিক লোককাহিনী (comparative) রীতির প্রবর্তক বলে উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর মতবাদের ওপর ভিত্তি করেই প্রমিথিউস উপাখ্যানের পর্যালোচনা করেছেন। প্রমিথিউস আকাশে বিদ্যুতের সাহায্যে অগ্নি সৃষ্টি করে। সংস্কৃত সাহিত্যে এই রকম দেবতার হাতে একটি লাঠি দিয়ে অগ্নি উৎপাদন করতে দেখা যায়। সুতরাং আব্রাহাম-এর মতে আদিম মানুষের নিকট বিদ্যুৎ আলো নিয়ে আসতো, কিন্তু অগ্নি উৎপাদনের জন্য

তারা একটি প্রস্তরের কাঠি দিয়ে কাঠের তৈরী নরম গোলাকার ছিদ্রে ঘর্ষণ করতো। পৌরাণিক লোককাহিনীতে এই বর্ণনা বিদ্যমান। প্রমিথিউসের এই কাহিনী থেকে আব্রাহাম প্রমিথিউসকে পৌরুষের, প্রস্তরের কাঠিকে পুংলিঙ্গের এবং কাঠের গোলাকার ছিদ্রযুক্ত পাত্রকে স্ত্রীলিঙ্গের প্রতীক মনে করেছেন।

পৌরাণিক লোককাহিনী বা পরী-কাহিনীতে মাঝে মাঝে প্রাকৃতিক সংঘর্ষ দেখা যায়—এগুলোতে বর্ণিত আকাশের প্রতি মাটির আর্তি থেকে নারী পুরুষের যৌন আকুতিকেই মনোবিজ্ঞানীরা খুঁজে পেয়েছেন। এচিনেস, থিসিউস্, হেরাক্ল্স্ প্রভৃতি বীরকে মনোবিজ্ঞানীরা পুরুষের লিঙ্গশক্তির প্রতীক হিসেবে বিচার করতে প্রয়াসী। এরিক ফ্রম নামক জনৈক মনোবিজ্ঞানী, যিনি ১৯০০ সালে জার্মানীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৩৪ সালে আমেরিকায় বসবাস শুরু করেন, লোককাহিনীতে বর্ণিত লাঠি, বৃক্ষ, ছাতা, ছুরি, পেনসিল, শাবল প্রভৃতিকে পুরুষ লিঙ্গের এবং গুহা, বোতল, বাক্স, দরজা, গহনার পাত্র, বাগান ও ফুল প্রভৃতিকে নারীলিঙ্গের প্রতীক হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

ফ্রয়েড তাঁর অবচেতন মনের কার্যকলাপ বিচারে রূপকথা, ট্যাবু, জেষ্ট্ এবং সংস্কার থেকে প্রচুর উদাহরণ গ্রহণ করেছেন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত The Interpretation of Dreams গ্রন্থে তিনি স্বপ্নকে মানুষের ব্যর্থকামনা এবং শৈশবের সুপ্ত যৌনচেতনার বহিঃপ্রকাশ বলে উল্লেখ করেছেন। স্বপ্নকে পৌরাণিক লোককাহিনীর সাথে মিলিয়ে একটি নতুন ব্যাখ্যাও তিনি দেবার চেষ্টা করেছেন। আব্রাহাম বলেছেন, The dream is the myth of the individual। ইডিপাস-কাহিনী অবলম্বন করে ফ্রয়েড শিশুর সুপ্ত যৌনচেতনারই একটি নৃশংস বহিঃপ্রকাশ খুঁজে পেয়েছেন। শিশু তাঁর মাকেই ভালবাসে, শৈশবে মায়ের সান্নিধ্য প্রতিযোগিতায় পিতাকে হত্যার স্বপ্ন দেখে—ইডিপাস কাহিনীতে শিশু বয়স্ক হয়ে সেজন্য পিতাকে হত্যা করেছে এবং মাকেই বিবাহ করে তার সঙ্গে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হয়েছে। পরবর্তী মনোবিজ্ঞানীরা অবশ্যি ফ্রয়েডের এই ব্যাখ্যাকে বাড়াবাড়ি বলে মনে করেছেন।

ফ্রয়েডের ভক্ত এবং জীবনী-প্রণেতা আর্নেস্ট জোন্স (১৮৭৯—১৯৫৯) ইংলিশ ফোকলোর সোসাইটির পঞ্চাশতম সম্মেলনে (১৯২৫) The Symbolic Signifi-

cance of Salt in Folklore and Superstition নামক যে সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন সেখানে তিনি স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেন, ভূতপ্রেত বা অশুভ শক্তি বিতাড়নের জন্য যে সাদা লবণ ব্যবহার করা হয় তা হোল সন্তানউৎপাদনকারী পুরুষের বীর্যের প্রতীক। এ ছাড়া লোককাহিনীতে বর্ণিত রাক্ষুসে বাদুড়, ডাইনী, নেকড়ে, এবং দৈত্য প্রভৃতিকে শিশুসুলভ আজগুবি কল্পনা বলে তিনি উল্লেখ করেছেন এবং বলেছনে লোককাহিনীতে যেমন, স্বপ্নেও তেমনি শৈশবের অতৃপ্ত কামনাই রূপলাভ করে থাকে।

এরিক ফ্রম তাঁর The Forgotten Language গ্রন্থে Story of Jonah পর্যালোচনা প্রসঙ্গে জোনাহ্ যে বারবার জাহাজের গর্ভে, সাগরের তলদেশে এবং তিমির পেটে আশ্রয় নিয়েছিল সে সব ঘটনাগুলোকে পরোক্ষ যৌনতৃপ্তির কাহিনী বলে উল্লেখ করেছেন। কেননা তিনি জাহাজের গর্ত, সাগরের তলদেশ এবং তিমির পেট প্রভৃতিকে নারীর গর্ভদেশের প্রতীক বলে মনে করেন। এছাড়া তাঁর Little Red Riding Cap শীর্ষক আলোচনায় তিনি ফ্রয়েডীয় মতের পোষকতা করে লাল টুপীকে বালিকার ঋতুস্রাব-এর প্রতীক মনে করেছেন, যার আকর্ষণে নেকড়ে বাঘ এসে বালিকাকে ধর্ষণ করেছে। এ জাতীয় আলোচনায় হাঙ্গেরীর বিখ্যাত লোকলোর-সংগ্রাহক ও পণ্ডিত গেজা রহিম (১৮৯১—১৯৫৩) যে নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তিনি অষ্ট্রেলীয় উপজাতিদের নিয়ে দীর্ঘদিন গবেষণা করেছেন। ১৯৪৫ সাল থেকে তিনি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন এবং ১৯৫৩ সালে পরলোক গমন করেন। তাঁর বহু আলোচনা থেকে একটি উদাহরণ উল্লেখ করা গেল। বালিকার সাহায্যে নায়কের প্রত্যাগমন নামক বিশ্ববিখ্যাত কাহিনীতে (Magic Flight) পলায়নরত নায়ক অনুসরণকারী দৈত্যের হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য পথে একটি করে পদার্থ ফেলে দিয়েছে এবং সেই পদার্থ বিরাটাকার ধারণ করেছে। পদার্থের এভাবে বিরাটাকার ধারণ করাকে রহিম পুরুষের লিঙ্গোচ্ছ্বাসের প্রতীক বলে মন্তব্য করেছেন। অনুরূপভাবে লোককাহিনীতে যে নায়ক লেক বা গর্তে আশ্রয় গ্রহণ করে সে ঘটনাগুলোর সঙ্গে পুরুষের লিঙ্গ নারীলিঙ্গের অভ্যন্তরে প্রবেশের ব্যাপার প্রচ্ছন্নভাবে জড়িত বলে তিনি মনে করেন। পলায়নরত নায়ক-নায়িকা অনুসরণকারী

দৈত্যের হাত থেকে রক্ষার জন্য রূপ পরিবর্তন করে—নায়ক প্রিস্ট, নায়িকা গির্জা, নায়ক পাখি, নায়িকা পাখির নীড়, এই রূপান্তরে পুরুষ ও নারীর যৌনাঙ্গের ও যৌনবাসনার চরিতার্থতা ছায়া ফেলেছে। ডক্টর কেনেথ জে. মুণ্ডেন নামক জনৈক আমেরিকান পণ্ডিত আমেরিকার Cowboy Songs-এর মধ্যেও অনুরূপ যৌনচেতনা খুঁজে পেয়েছেন। একটি ঘটনায় জনৈক রাখাল তার পিতাকে হত্যা করেছে—এই ঘটনার সাথে ইডিপাস-কাহিনীর সাদৃশ্য আছে বলে তিনি মনে করেন।

এই সমস্ত মতবাদ-প্রচারে সুইজারল্যাণ্ডের মনোবিজ্ঞানী কার্ল গুস্তাভ ইয়ুং-এর নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। এক সময় তিনি ফ্রয়েডের বন্ধু ছিলেন, কিন্তু ১৯১৩ সালে তিনি তাঁর নিজস্ব মতবাদ Analytical Psychology প্রচারের পর থেকে ফ্রয়েডের সঙ্গে তাঁর বন্ধু-বিচ্ছেদ ঘটে। The Psychology of the Unconscious (১৯১২) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ। তাঁদের মতের পার্থক্য থাকলেও লোকলোর-এর বিচার-বিশ্লেষণে উভয়ের মত ও পথ অভিন্ন। দুইজনই পঠনপাঠনে লোকলোর-এর মনোবিজ্ঞানের ভূমিকা অপরিহার্য বলে মনে করেন। ইয়ুং-প্রতিষ্ঠিত জুরিখের মনোবিজ্ঞান বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকায় Practise in Psychological Interpretation of Fairy Tales একটি অবশ্যপাঠ্য বিষয়। এছাড়া ফ্রয়েড ও ইয়ুং উভয়েই পৌরাণিক লোককাহিনী ও পরীকাহিনীগুলোর বিশ্লেষণে প্রতীকীকরণ পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। মানসিক অতৃপ্তি ও আজগুবি চিন্তাভাবনা থেকেই স্বপ্ন ও লোককাহিনীর উদ্ভব বলে এঁরা দুজনেই মন্তব্য করেছেন। আকৃতির জোড়া, যেমন নারী ও পুরুষ, পুরুষের ও নারীর যৌনাঙ্গ প্রভৃতি ইয়ুং-এর নিকট ধরা দিয়েছে মেটাফিজিক্যাল রূপের মাধ্যমে, উলঙ্গ যৌন চেতনায় নয়—যেমন জ্ঞান এবং নির্জ্ঞান, জীবন ও মৃত্যু, ঈশ্বর ও শয়তান ইত্যাদি। ইয়ুং ফ্রয়েডের নির্জ্ঞানবাদ ব্যক্তি থেকে জাতিতে সংক্রমিত হতে দেখেছেন এমন প্রমাণও তাঁর আলোচনায় উপস্থিত।

পৌরাণিক লোককাহিনী ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে ঐতিহাসিক অতীতকে ইয়ুং আর্কিটাইপ বলে উল্লেখ করেছেন। আর্কিটাইপ সময় বিশেষে প্রতীক বা আবেগ হিসেবে দেখা দেয়। একটি পরীর কাহিনীতে এক বৃদ্ধ মূর্তি বারবার আবির্ভূত হয়—ব্যাপারটিকে তিনি আর্কিটাইপের উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। "তাঁর

মতে স্বপ্ন খুব স্বাভাবিক এবং স্বতঃস্ফূর্ত মানসিক ঘটনা। স্বপ্নের ভাষা প্রতীকময় এবং সে ভাষা প্রধানতঃ সাদৃশ্যমূলক। সমষ্টিগত নির্জ্ঞানের অস্তিত্ব অনুভব করা যায় সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের স্বপ্নে যখন পৌরাণিক ঘটনার ছায়াপাত ঘটে। বহুযুগ আগে গুহায় অংকিত চিত্রসমূহের বিষয়বস্তু আধুনিকতম মানুষের মনে কিংবা স্বপ্নে দেখা দিতে পারে।"[৩] ইয়ুং-এর বিশিষ্ট শিষ্য জোসেফ ক্যাম্পবেল The Hero-With Thousand Faces (১৯৪৯) নামক আমেরিকান পৌরাণিক লোককাহিনী বিচারে এই পথ অবলম্বন করেছেন। তাঁর পরবর্তী আলোচনা The Masks of God (১৯৫৯) ক্যাম্পবেলের পাণ্ডিত্যকে আরো ভাস্বর করেছে। লোককাহিনীতে তিনি মানবজাতির কর্ম ও লাস্যময় জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখেন এবং লক্ষ্য করেন জীবনের নীতিময় দিক। অপর দিকে মানুষের অতৃপ্ত কামনা বাসনা যে লোক-কাহিনীতে ব্যাপকভাবে রূপলাভ করেছে একথাও তিনি ঘোষণা করেছেন।

লোকলোর সম্পর্কে মনোবিজ্ঞানীদের মতবাদকে সত্যিকার লোকলোরবিদগণ সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করতে পারেন নি। বিশেষ করে জাতীয়তাবাদী লোকলোরবিদ ও সংস্কৃতিবাদী নৃতাত্বিকগণ ফ্রয়েডের এবং ইয়ুং-এর ব্যাখ্যা স্বকপোলকল্পিত বলে মনে করেন। আলেকজাণ্ডার এইচ. ক্র্যাপে তার The Science of Folklore গ্রন্থে আব্রাহামের মতবাদকে একেবারে খেলো এবং ফাঁপা বলে উল্লেখ করেছেন। বিখ্যাত লোকলোরবিদ স্টিথ থম্পসন প্রতীকবাদীদের সকলকেই আজগুবি কল্পনাবিলাসী বলে অভিহিত করেছেন। নৃতাত্ত্বিকদের মধ্যে অনেকেই অবশ্যি মনোবিজ্ঞানীদের পদ্ধতি সমর্থন করেছেন। যেমন, ইডিপাস কমপ্লেক্স সম্পর্কে তাঁরা মনে করেন, পারিবারিক ভিত্তি গঠনের ইতিহাস, বিশেষ করে উপজাতীয় ও অন-ইউরোপীয় সমাজব্যবস্থার মূলে, এর সত্যতা অস্বীকার করা কঠিন। হারস্‌কোভিট্‌স্‌ এই ক্ল্যাসিক মতবাদের সমর্থন পেয়েছেন ডাহোমিয়ান পারিবারিক সম্পর্কের আনাচে কানাচে—বিশেষ করে যেখানে শিশু মায়ের সাথেই বাস করে আর অনেক-বিবাহকারী পিতার কোন খোঁজই রাখে না। তিনি অবশ্যি বলেছেন যে মায়ের প্রতি গোষ্ঠীগত সহানুভূতিকে শিশু প্রায়ই ঈর্ষার চোখে দেখে থাকে এবং ব্যাপারটি ফ্রয়েডের

৩। আবদুল হাফিজ—ইয়ুংগ প্রসঙ্গে, উত্তর অন্বেষা, রাজশাহী, প্রথম সংখ্যা, ১৩৭৪, পৃঃ ১০৪।

দৃষ্টিতে পড়েনি বলে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী মেলিনোভস্কি ট্রব্রিয়ান দ্বীপবাসীদের মধ্যে দেখেছেন শিশুকে প্রতিপালনকারী শিশুর পিতার ভ্রাতা শিশুর ঈর্ষা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার পাত্র হয়ে ওঠে। লা বারো নামক জনৈক পণ্ডিত তাঁর বিখ্যাত Folklore and Psychology প্রবন্ধে লোকলোর বিজ্ঞানে জ্ঞানসমৃদ্ধ নৃতাত্ত্বিক পণ্ডিতদের নাম করেছেন, যাঁরা মনো-বিজ্ঞান সম্পর্কিত মতবাদের গুরুত্ব স্বীকার করেছেন। তাঁদের স্বীকৃতির পশ্চাতে যে সব যুক্তি-প্রমাণ, লা বারো যথার্থ বলে মনে করেন এবং যুক্তিসঙ্গত ভাবেই করেন, সে সবই তিনি এই প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন। তাঁর উল্লিখিত নৃতাত্ত্বিকদের মধ্যে অপলার, লেছা, জেকব্‌স্‌, হারস্‌কোভিটস্‌, হাল্লাওয়েল এবং রাডিন প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

## *পাঁচ ঃ লোকলোর-এর আঙ্গিক গঠন সম্পর্কিত মতবাদ*

ক্লাসিসিস্ট ও ভাষাবিদদের মধ্যে অনেকেই লোকলোর-এর আঙ্গিক গঠনগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ প্রকাশ করেছেন। মুখে মুখে প্রচলিত যুগোশ্লাভ মহাকাব্য সংগ্রহ করে এ ব্যাপারে গবেষণা করেন মিলম্যান প্যারী এবং ১৯৩৫ সালে তাঁর মৃত্যুর পর তদীয় ছাত্র আলবার্ট লর্ড—দুজনেই হার্ভার্ডের অধ্যাপক। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যারী-সংগ্রহ-ভাণ্ডারে রক্ষিত তেরো হাজার দক্ষিণ শ্লাভিক টেক্সট্‌ থেকে নির্বাচিত অংশ ১৯৫৫ সালে একটি খণ্ডে প্রকাশ করা হয়। ১৯৫০ সালে অনুষ্ঠিত লোকলোরবিদদের একটি অধিবেশনে ভাষণ দান কালে আলবার্ট লর্ড বলেন, "লিখিত মহাকাব্যের সঙ্গে মুখে মুখে প্রচলিত মহাকাব্যের পার্থক্য মনোনিবেশ সহকারে পর্যালোচনা করলে একটি ব্যাপার সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে যে উভয়জাতীয় মহাকাব্যেই কাব্যিক প্রকাশে এক লাইনের সঙ্গে অন্য লাইনের সংযোগ একই রীতিতে প্রবাহিত নয় এবং এই লক্ষণ তাদের বিষয়বস্তু ও গঠনগত বৈশিষ্ট্যের দিকে স্পষ্ট ইঙ্গিত দান করে।"[৪] তিনি তাঁর 'সিঙ্গার অব টেল্‌স্‌' গ্রন্থে বলেছেন যে হোমারের মহাকাব্যও উল্লিখিত

৪। আলবার্ট লর্ড, সিঙ্গার অব টেল্‌স, ম্যাসাচুসেট্‌স., ১৯৫৩, পৃঃ ৩১০।

যুগোশ্লাভ মহাকাব্যের ন্যায় প্রথমে মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। এই গ্রন্থে তিনি Concepts of formula and theme সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। মুখে মুখে প্রচলিত যুগোশ্লাভদের বীর-গাথাসমূহ সযত্নে বিচার করে জেম্‌স্‌ এইচ. জোন্‌স বলেছেন যে মহাকাব্যের গায়কগণ যেভাবে বিশেষ রীতি অনুসরণ করে, লোকগীতিকার গায়কগণও তেমনি বিশেষ বক্তব্যের পুনরাবৃত্তিতে নিয়মানুবর্তিতা অনুসরণ করে, যাতে করে তারা সমর্থ হয় "to compose rather than merely to transmit"। ফ্রিডম্যান লোকগীতিকার চারিত্র্যবিচারে বলেছেন—"Because in a ballad the story is the thing, the language is formalized and seldom does a striking expression draw our attention away from the action. A limited stock of images, epithets and descriptive terms does service for all the ballads."[৫]

লর্ড তাঁর সাম্প্রতিক গ্রন্থ উম্বুণ্ডু (Umbundu)-র ভূমিকায় এই মতবাদ লোককাহিনীর ক্ষেত্রেও প্রয়োগের চেষ্টা করেছেন। কাহিনীগুলো তিনি নিজেই সংগ্রহ করেছিলেন এ্যাংগোলা থেকে। পর্তুগীজ় অধিকৃত পশ্চিম আফ্রিকার এই দেশে তিনি দেখেছেন, লোককাহিনী বর্ণনা বা বলবার সময় বিশেষ বিশেষ কাহিনী-অংশ বারবার পুনরাবৃত্তি করা হয়ে থাকে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, লোকলোর-এর গঠন শিল্পগত মতবাদ প্রচারে দুটো বিশিষ্ট ধারা প্রাধান্যলাভ করেছে—একটি ভাষাগত আর একটি বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকগত। এ-যাবত যে মতবাদের কথা বলা হয়েছে তার সাথে ভাষাগত মতবাদের সাদৃশ্য বিশেষ নেই বললেই চলে। বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকগত মতবাদের মধ্যে সাহিত্যের উপাদান আর ভাষাগত মতবাদে শুধু ভাষার উপাদান গুরুত্ব লাভ করে। কিন্তু এ দুইয়ের সমন্বিত রূপও যে লোকলোরের শরীরে দুর্লক্ষ্য নয়, জেকব্‌স্‌ন নামক জনৈক পণ্ডিত রাশিয়ান লোকলোর নিয়ে আলোচনায় তা প্রমাণ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে অনেক সময় ভাষার ক্ষেত্রে যে সমস্ত গঠনগত বৈশিষ্ট্য সাধারণত দেখা যায়, লোককাহিনীর ঘটনা সংস্থানে তার সাক্ষাৎ মেলে। বিখ্যাত পণ্ডিত প্রপ্‌ মনে করেন, আরণে থম্পসন-বিরচিত টাইপ-

৫। আলবার্ট বি. ফ্রিডম্যান—দি ভাইকিং বুক অব ফোক ব্যালাড, নিউইয়র্ক, ১৯৬১, পৃঃ ১৪।

ইন্‌ডেক্স লোককাহিনীর বিচিত্র রকমের চরিত্রের সন্ধান দান করেছে। কিন্তু এদের কার্যকলাপে প্রায়ই কতকগুলো একই মৌলিক উপাদান বিদ্যমান। তাঁর মতে ভিলেন চরিত্র ড্রাগন বা রাক্ষস হতে পারে, অথবা হতে পারে দুশ্চরিত্র বিমাতা কিংবা ডাইনি, কিন্তু বিভিন্ন লোককাহিনীতে এদের কার্যকলাপ প্রায়ই এক : সে ফাঁকি দিয়ে স্বার্থসিদ্ধি করে, সে প্রতিপক্ষ ব্যক্তিকে অপহরণ করে, পলায়িত ব্যক্তিকে আটক করে, হত্যা করে। তিনি রাশিয়ার বিখ্যাত সংগ্রাহক আফানসিয়েভ কর্তৃক সংগৃহীত রাশিয়ান লোককাহিনী পর্যালোচনা করে লোককাহিনীর গঠনগত বৈশিষ্ট্যের তিরিশটি বিশেষ লক্ষণ আবিষ্কার করেন এবং লোককাহিনীর ক্ষেত্রেও তাঁর মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন—তাঁর মতে লোককাহিনীর শরীর ও লোকলোর-এর অন্যান্য শাখার ন্যায় কতকগুলো ধরাবাঁধা নিয়মে গড়ে ওঠে।

পণ্ডিতপ্রবর প্রপের গ্রন্থ পাশ্চাত্য দেশে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। প্রপের মতবাদের ওপর ভিত্তি করে এ্যালান ডাণ্ডিজ তাঁর পি-এইচ-ডি থিসিস রচনা করেন—প্রপের পদ্ধতিকে তিনি আমেরিকান ইণ্ডিয়ানদের কতকগুলো লোককাহিনীতে প্রয়োগ করেন (১৯৬২)।[৬] এছাড়া কেনেথ এল. পাইক তাঁর **Language in Relation to a Unified Theory of the Structure of Human Behavior** নামক গ্রন্থে যে রীতি অনুসরণ করেছেন, ডাণ্ডিজ তাঁর বক্তব্য প্রমাণে তা থেকেও যথেষ্ট সাহায্য গ্রহণ করেছেন। তিনি লোককাহিনীর যে মটিফ বা বা গল্পাংশ ব্যবহার্যতা সাধন করে তার নাম দিয়েছেন মটিফেম। তিনি আমেরিকান ইণ্ডিয়ান লোককাহিনীতে দুটো মূল উপাদান লক্ষ্য করেছেন—এক অভাব, দুই অভাব-অপসারণ। বন্ধুবর এ্যালান ডাণ্ডিজ তাঁর সাম্প্রতিক প্রকাশিত একটি মূল্যবান গ্রন্থে[৭] এ সম্পর্কে যা বলেছেন তার অংশবিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত হোল :

> One structural type of American Indian Folktale consists of just two motifemes : Lack (L) and Lack Liquidaced (LL). In the

৬। এ্যালান ডাণ্ডিজ, 'ফ্রম এটিক টু এমিক ইউনিট্‌স্‌ ইন দি স্ট্রাকচারাল ষ্টাডি অব ফোকটেল্‌স্‌', জার্নাল অব আমেরিকান ফোকলোর, ভল্যুম ৭৫ (১৯৬২), পৃঃ ৯৫—১০৫।

৭। এ্যালান ডাণ্ডিজ, দি ষ্টাডি অব ফোকলোর, কালিফোর্নিয়া (বার্কলী) বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৫, পৃঃ ২০৮।

Malecite version of "The Release of Water" a monster keeps back all the water in the world (L). A culture hero slays the monster, which act releases water (LL). A washerman tale based upon the same motifemes pattern is as follows : A people on the Columbia had no eyes or mouths (L). They ate the smelling of the sturgeon. Coyote opened their eyes and mouths (LL).

প্রবন্ধ সমাপ্তির পূর্বে আলোচ্য মতবাদসমূহ সম্পর্কে দু'একটি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করা যেতে পারে। আলোচ্য মতবাদগুলো নতুন অনুসন্ধিৎসা থেকে উৎসারিত এবং লোকলোর-বিজ্ঞানীদের নিকট বিশেষ করে পেশাদার লোকলোরবিদদের সম্মুখে এই মতবাদগুলো নিঃসন্দেহে নতুন আলোক দান করেছে। এর ফলে অধ্যয়নের বিষয় বা একটি নির্দ্ধারিত ডিসিপ্লিন হিসেবে লোকলোর-এর গুরুত্ব যেমন বেড়েছে, আলোচনা ও অধ্যয়নের সম্ভাবনার ক্ষেত্রেও তেমনি ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি লাভ করেছে। পাকিস্তানের লোকলোরবিদগণের চেতনা যেদিন এই সমস্ত মতবাদের সঙ্গে একাত্ম ও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠবে এবং আমাদের লোকলোর বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করা হবে, সেদিন এদেশের লোকলোর সম্পর্কিত জ্ঞানের সীমান্তে কল্যাণ নেমে আসবে।